এইচ এস সি সমাজকর্ম

অধ্যায়-৬: বাংলাদেশে সরকারি সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম

প্রশ্ন ▶ ১ গ্রামের ছিন্নমূল অসহায় মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য ১৯৭৪ সালে একটি পরীক্ষামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। যা বর্তমানে ৪৮৫টি উপজেলায় বিদ্যমান রয়েছে। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রামে বসবাসরত জনগণের জীবনমান উন্নয়ন করা।

[ঢা. বো, য. বো, সি. বো, দি. বো. ১৮। প্রশ্ন নং ৮]

ক. মানবাধিকার কী? ১

খ. কিশোর আদালত বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কর্মসূচিটির কার্যক্রম বর্ণনা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের গ্রামীণ উন্নয়নে উদ্দীপকের ৪৮৫টি উপজেলায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমটির কার্যকারিতা মূল্যায়ন কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের স্বাধীন ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনের নিশ্চয়তার জন্য অত্যাবশ্যকীয় সুযোগ-সুবিধাগুলোই হলো মানবাধিকার।

খ কিশোর আদালত বলতে কিশোর অপরাধীদের বিচারের জন্য গঠিত বিচারালয়কে বোঝায়।

কিশোর আদালত দেশের অন্যান্য আদালতের মতো নয়। এখানে কোনো শুনানি হয় না, বিচার প্রক্রিয়া হয় ঘরোয়া পরিবেশে। এ আদালতে বাদী-বিবাদী, আইনজীবী কেউ থাকে না। এমনকি অভিযুক্তকে কোনো শাস্তিও দেওয়া হয় না। অপরাধীর আত্মীয়-স্বজন, একজন প্রবেশন অফিসার বা সমাজকর্মী এবং আদালত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বিচারকাজ পরিচালনার সময় উপস্থিত থাকে।

গ উদ্দীপকে গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচির উল্লেখ করা হয়েছে; এর মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র ও অসহায় জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

গ্রামীণ সমাজসেবা বলতে সমষ্টি-উন্নয়ন পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল গ্রাম উন্নয়নমূলক কর্মসূচিকে বোঝায়। এর মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের জনগণের নিজস্ব সম্পদ ও সামর্থ্যের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের চাহিদা পূরণ, সমস্যা সমাধান এবং সার্বিক কল্যাণ সাধনের প্রচেষ্টা চালানো হয়। সর্বপ্রথম ১৯৭৪ সালে এ কর্মসূচি তার কার্যক্রম শুরু করে যার ইঙ্গিত উদ্দীপকে দেওয়া হয়েছে।

গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচি গ্রামাঞ্চলের নিম্ন আয়ের জনগণ বিশেষত বেকার ও অর্ধ-বেকারদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ঋণসহ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে। এছাড়া গ্রামীণ সমাজসেবা আর্থ-সামাজিক জরিপের মাধ্যমে কর্মদল গঠন করে। এর মাধ্যমে একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যভিত্তিক এ দলগুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করা হয়। এছাড়া এ কর্মসূচির আওতায় জনগণের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা, পুষ্টিজ্ঞান প্রদান, বিশুদ্ধ পানির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার, খাবার স্যালাইন তৈরি ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা ও সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়। এছাড়া এর আওতায় স্বল্প বা বিনামূল্যে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য রক্ষার্থে প্রতিরোধমূলক টিকাদান কর্মসূচিসহ মায়েদের প্রজনন স্বাস্থ্য নিশ্চিতের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। গ্রামীণ জনগণের অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচির আওতায় প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা চালু করা হয়। তাই বলা যায়, গ্রামাঞ্চলের অসহায় ও দুঃস্থ জনগণের ভাগ্যোন্নয়নে গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচি বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত বাংলাদেশের ৪৮৫টি উপজেলায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম হলো গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচি। গ্রামপ্রধান বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ কর্মসূচির কার্যকারিতা রয়েছে।

নিজস্ব সম্পদ এবং সরকারের সহায়তায় গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচি পরিচালিত হয়। এক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলের দারিদ্র্য হ্রাসের লক্ষ্যে সাধারণ মানুষকে শিক্ষাগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা, প্রশিক্ষণ ও মূলধন সরবরাহের মাধ্যমে এ সকল জনগোষ্ঠীকে স্বাবলম্বী করার জন্য ১৯৭৪ সাল থেকে গ্রামীণ সমাজসেবা অধিদপ্তর বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। যার কার্যকারিতা ধীরে ধীরে বিস্তৃত হচ্ছে।

উদ্দীপকে ৪৮৫ টি উপজেলায় গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচি পরিচালনার উল্লেখ আছে। কিন্তু বর্তমানে দেশের ৪৮৯ টি উপজেলা এই কর্মসূচির আওতাভুক্ত। মূলত এ কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামের নিম্ন আয়ভুক্ত জনগণ নারীদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কারিগরি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষিত এ মহিলারা আত্মকর্মসংস্থানের পাশাপাশি অনেক বেকার মহিলাদের কাজের ব্যবস্থাও করছেন; যার ফলে একদিকে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হচ্ছে অন্যদিকে কমছে দারিদ্র্যের হার। আবার গ্রামের দরিদ্র, ভূমিহীন, বেকার ও দুঃস্থ মহিলাদের পুঁজি সমস্যা সমাধানে সহায়তা করার লক্ষ্যে পল্লি এলাকায় সুদমুক্ত ঋণদান কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এছাড়া পরিবারের আকার ছোট রাখতে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের জন্যও এ কর্মসূচি কাজ করে। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা, বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া, আত্মকর্মসংস্থানমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঋণ, মূলধন দিয়ে সহায়তা করাও এ কর্মসূচির লক্ষ্য। এছাড়া এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পুষ্টিজ্ঞান, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে ধারণা প্রদান, সামাজিক বনায়নসহ মা ও শিশুসেবা, নিরাপদ পানির ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

সার্বিক আলোচনা থেকে বলা যায়, সাধারণ মানুষকে উন্নয়নের স্রোতধারায় সংযুক্ত করা এবং দারিদ্র্যের মাত্রা কমিয়ে আনতে এ কর্মসূচি কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছে।

প্রশ্ন ▶ ২ অর্কের বয়স ১৫ বছর। সে যানবাহন ভাঙচুরের ঘটনায় অপরাধী। একটি বিশেষ আদালতে তাকে হাজির করা হলে আদালত শর্তসাপেক্ষে তাকে মুক্তি দিল। *[বি. বো, রা. বো, চ. বো, কু. বো. ১৮। প্রশ্ন নং ৪]*

ক. গ্রামীণ সমাজসেবা (RSS) এর কার্যক্রম কোন মন্ত্রণালয়ের অধীন? ১

খ. শহর সমাজসেবা (USS) বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত বিশেষ আদালত কেন অর্ককে মুক্তি দিল? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'শাস্তি নয়, সংশোধনই ইঙ্গিতকৃত বিশেষ আদালতের মূল দর্শন।'— পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রামীণ সমাজসেবা (RSS) এর কার্যক্রম বাংলাদেশ সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধীন।

খ শহর সমাজসেবা বলতে বাংলাদেশ সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত একটি সেবামূলক কার্যক্রমকে বোঝায়।

কার্যক্রম মূলত সমষ্টি উন্নয়নভিত্তিক। এতে শহরের দরিদ্র ও বস্তিতে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান তথা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য কাজ করা হয়। জাতিসংঘের সহায়তায় ১৯৫৫ সালে সর্বপ্রথম ঢাকায় এ কার্যক্রম শুরু হয়। তবে বর্তমানে এ কর্মসূচি দেশের সকল জেলায় পরিচালিত হচ্ছে। শহর সমাজসেবার মাধ্যমে দরিদ্রদের স্বাবলম্বী করা এবং শহর এলাকায় একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালানো হয়।

teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত বিশেষ আদালত কিশোর আদালতকে নির্দেশ করেছে। শাস্তি নয়, সংশোধনই কিশোর আদালতের মূল দর্শন হওয়ায় অর্ককে শর্তসাপেক্ষে মুক্তি দিয়েছে।

১৯৭৪ সালের শিশু আইন, জাতীয় শিশু নীতিমালা, UNCRC—United Nations Convention on the Rights of the Child এর আওতায় বাংলাদেশ সরকার জাতীয় কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করে। এ কেন্দ্রে কিশোর অপরাধীদের সেবা-যত্ন, খাদ্য সরবরাহ, আবাসন ও পোষাক-পরিচ্ছদ, চিকিৎসাসহ কারিগরি শিক্ষা, আচরণ সংশোধন, মানবিক উন্নয়ন এবং পরামর্শ প্রদানসহ নানাবিধ দায়িত্ব পালন করে। উদ্দীপকে এ কেন্দ্রের কার্যক্রম পরিচালনার একটি উপায়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে

উদ্দীপকের ১৫ বছর বয়সী অর্ক যানবাহন ভাঙচুরের ঘটনায় অপরাধী। তাকে একটি বিশেষ আদালতে হাজির করা হলো। আদালত শর্তসাপেক্ষে তাকে মুক্তি দেয়। মূলত এটিই কিশোর আদালত। বাংলাদেশের কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রগুলো তিনটি উপায়ে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে। এর মধ্যে কিশোর আদালত একটি। এ আদালত শিশু-কিশোরদের অপরাধ বিবেচনা করে তাদেরকে সংশোধনের প্রচেষ্টা চালায়। সংশোধনের জন্য তাদেরকে কল্যাণমূলক বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করে। আর কোনো অপরাধে না জড়ানোর শর্তে তাদেরকে দ্রুত মুক্তি দিয়ে থাকে। এ কারণেই অর্ক যানবাহন ভাঙচুরের ঘটনায় অপরাধী হওয়া সত্ত্বেও তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

ঘ 'শাস্তি নয়, সংশোধনই ইঙ্গিতকৃত বিশেষ আদালতের মূল দর্শন।' উক্তিটি বিশ্লেষণযোগ্য।

বাংলাদেশ সরকার অপরাধী শিশু-কিশোরদের আবাসন, সংশোধন এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে। মূলত কিশোর অপরাধীদের কল্যাণ সাধনই এ কেন্দ্রের মূল কাজ। এ কারণে শাস্তি নয় সংশোধনের জন্যই এখানে কিশোরদের গ্রহণ করা হয়।

কিশোর অপরাধীদের বিচার এবং তাদের সংশোধনের জন্য কিশোর আদালত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৭৪ সালের শিশু আইনের মাধ্যমে গঠিত এ আদালতে কিশোর-কিশোরী অপরাধীর অপরাধের কারণ বিশ্লেষণ করে তাদের পুনর্বাসন ও সংশোধনের চেষ্টা করা হয়। কিশোর আদালত দেশের অন্যান্য আদালতের মতো নয়। এখানে কোনো শুনানি হয় না, বিচার প্রক্রিয়া হয় ঘরোয়া পরিবেশে এবং কোনো শাস্তিও প্রদান করা হয় না। এ আদালতে অপরাধের কারণ, ধরন, উৎস এবং সংশোধনের উপায় খুঁজে বের করা হয়। এ আদালতের মূল কথা হলো শিশুরা নিষ্পাপ। পারিবারিক ও সামাজিক নানা কারণে তারা বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। উদ্দীপকে উল্লিখিত কিশোর অপরাধী অর্ককে কিশোর আদালত সংশোধনের জন্য শর্তসাপেক্ষে মুক্তি দিয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, কিশোর-উন্নয়ন কেন্দ্র কিশোর অপরাধীদের সুষ্ঠু-স্বাভাবিক জীবনদানে প্রয়াসী। এ কারণে শাস্তি প্রদান না করে অর্কর মত কিশোর অপরাধীদের সংশোধনের প্রচেষ্টাই তাদের মূল উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন ▶ ৩ গ্রাম থেকে মানুষ ক্রমাগত শহরের দিকে ধাবিত হচ্ছে। শহরের চাকচিক্যময় জীবনযাপন প্রণালী, সুযোগ সুবিধা আকর্ষণ করে। কিন্তু এই শহরমুখী হওয়ার প্রবণতা কমাতে না পারলে ভারসাম্যহীন হয়ে পড়বে এবং বসবাসের অযোগ্য হয়ে যাবে। এমনিতে বস্তির নোংরা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মানবেতর জীবনযাপন ও জীবিকার জন্য নিরক্ষর জনগোষ্ঠী অপরাধ ও মাদক ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ছে।

[ঢা; রা; কু; সি; য, বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৮; ঈশ্বরদী মহিলা কলেজ, পাবনা। প্রশ্ন নং ৯]

ক. সাবেক কিশোর সংশোধনী প্রতিষ্ঠানের বর্তমান নাম কী? ১

খ. কিশোর হাজত বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত কোন কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্ভব? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যা সমাধানে উক্ত কার্যক্রম কতটুকু কার্যকরী? যুক্তিসহ উপস্থাপন কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাবেক কিশোর সংশোধনী প্রতিষ্ঠানের বর্তমান নাম কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র।

খ কিশোর-কিশোরীর অপরাধের বিচার কার্যকাল সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত যেখানে তাদের আটক রাখা হয় তাকে কিশোর হাজত বা আটক নিবাস বলা হয়।

দেশের প্রতিটি কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রে একটি করে আটক নিবাস রয়েছে। তাছাড়া ১৯৭৪ সালের শিশু আইনের ২০নং ধারা অনুযায়ী সরকার আটক নিবাস প্রতিষ্ঠা ও তত্ত্বাবধান করতে পারে। প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীর দ্বারা কিশোর অপরাধীরা যাতে প্রভাবিত ও হয়রানির শিকার না হয় এজন্য তাদেরকে আলাদা রাখা হয়। কিশোর হাজতে কিশোর-কিশোরীদের শিশুসুলভ এবং স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যাটি শহরকেন্দ্রিক হওয়ায় উদ্ভূত পরস্থিতি মোকাবেলায় সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত শহর সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্ভব।

বাংলাদেশে শহরাঞ্চলে বসবাসরত দরিদ্র ও দুস্থদের সমস্যার কোনো শেষ নেই। যেমন— অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, বেকারত্ব, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যহীনতা, অপরাধ, মাদকাসক্তি, ভিক্ষাবৃত্তি ইত্যাদি। এ সকল সমস্যার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সরকার শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

উদ্দীপকের তথ্য অনুসারে, বর্তমানে শহরের চাকচিক্যময় জীবন ও সুযোগ-সুবিধার আকর্ষণে গ্রামের মানুষ ক্রমাগত শহরমুখী হচ্ছে। এর ফলে শহরে নানামুখী সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। শহর এলাকায় বস্তি গড়ে উঠছে, যেখানে গ্রাম থেকে সুখের সন্ধানে আসা মানুষগুলোকে নোংরা পরিবেশে মানবেতর জীবনযাপন করতে হচ্ছে। নিরক্ষর এই মানুষগুলো দারিদ্র্য আর অভাবের তাড়নায় নানা ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে। এ রকম পরিস্থিতির উন্নয়নেই সমাজসেবা অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এর মাধ্যমে শহরের দরিদ্র ও বস্তিতে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নে তথা তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে নানা ধরনের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত শহরাঞ্চলের সমস্যা সমাধানে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালিত হলে তা অত্যন্ত কার্যকর হবে।

শহর এলাকায় বসবাসরত নিম্ন আয়ভুক্ত জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শহর সমাজসেবা নানা ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। এ সকল কার্যক্রমের মধ্যে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম, ঋণ কার্যক্রম, স্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আর এগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে আলোচ্য সমস্যা সমাধান সম্ভব হবে।

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শহরের দরিদ্র ও দুস্থ লোকদেরকে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য যোগ্য করে গড়ে তোলা হয়। পরবর্তীতে ঋণদান কর্মসূচির মাধ্যমে তাদেরকে পুঁজি সরবরাহ করা হয়। ফলে তারা স্বাবলম্বী হয় এবং উদ্দীপকে উল্লিখিত অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখতে পারে। পাশাপাশি শিক্ষামূলক কার্যক্রমের ফলে তারা নিরক্ষরতা থেকে মুক্ত হয় এবং আরও উন্নত জীবনযাপনে সক্ষম হয়। অন্যদিকে স্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদেরকে স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলা হয় এবং পুষ্টি ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশের গুরুত্ব শেখানো হয়। ফলে তারা সুস্থ ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের সুযোগ পায়। এভাবে শহর সমাজসেবা তাদের জীবনে বহুমুখী উন্নয়নে ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখে।

পরিশেষে বলা যায়, শহরাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নানা সমস্যা সমাধানে শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের বিকল্প নেই।

প্রশ্ন ▶ ৪ নিরপরাধ রাসেদ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর নির্মম অত্যাচারে আজ পঙ্গু। বিচারের জন্য ধারে ধারে ঘুরছে মা। "মিথ্যা মামলায় জেল খাটছে রাসেদ"— সংবাদপত্রে প্রকাশিত এমন একটি সংবাদ দেখে বাংলাদেশের একটি প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান স্বপ্রণোদিত হয়ে কেসটি গ্রহণ করে। রাসেদের মৌলিক অধিকার রক্ষায় সরেজমিনে তদন্ত শুরু করে। আটকের স্থান পরিদর্শনসহ তথ্য সংগ্রহ করে জেলখানায় রাসেদের সাথে সাক্ষাৎ এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে কথা বলেছে এবং মামলা পরিচালনা করে। অবশেষে রাসেদ মুক্তি পেয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে চেয়ারম্যানসহ ছয়জন সদস্য রয়েছেন। ২০১০ সালের ২২ শে জুন প্রতিষ্ঠানটি পুনর্গঠিত হয়। *[ঢা; রা; কু; সি; য, বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৯]*

ক. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কী? ১

খ. বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দরিদ্রদের স্বাবলম্বী করতে কীভাবে সাহায্য করবে? ২

গ. উদ্দীপকে রাসেদকে সাহায্য করেছে কোন প্রতিষ্ঠান? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটি কীভাবে রাসেদকে ন্যায়বিচার প্রদানে সফল হল? মতামত দাও। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস এবং দুর্যোগ পরবর্তী জরুরি সাড়া প্রদানের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও কার্যক্রম গ্রহণ করাই হলো দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা।

খ বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদেরকে স্বাবলম্বী করে তুলবে।

সমাজসেবা কার্যক্রমের মধ্যে শহর ও গ্রামীণ এলাকার দরিদ্রদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ অন্যতম। এ ধরনের প্রশিক্ষণের মধ্যে রয়েছে বাঁশ ও বেতের কাজ, উল বুনন, পাটের কাজ, কার্পেট তৈরি, ইলেকট্রিক ও ওয়েল্ডিং, ড্রাইভিং, সাইকেল ও রিকশা মেরামত প্রভৃতি। এ সকল বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সহজেই জীবিকা নির্বাহের জন্য সংশ্লিষ্ট কাজ পাওয়া সম্ভব। এর ফলে দরিদ্ররা স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত তথ্য বিশ্লেষণ করে বলা যায়, রাসেদকে সাহায্য করেছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।

মানুষের বিকাশ এবং স্বাধীন ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনের নিশ্চয়তায় অত্যাবশ্যকীয় সুযোগ-সুবিধাগুলোই হলো মানবাধিকার। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এই সুযোগ-সুবিধাগুলো নিশ্চিতকরণে সাহায্যার্থীকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে থাকে। উদ্দীপকেও রাসেদকে সহায়তা করার ঘটনায় এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

উদ্দীপকের রাসেদ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নির্মম অত্যাচারে পঙ্গু হয়েছে এবং জেলও খাটতে হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে তাকে সাহায্য করার জন্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এগিয়ে এসেছে। সরেজমিনে তদন্তের মাধ্যমে সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করে প্রতিষ্ঠানটি রাসেদকে তার মৌলিক অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অন্যতম দায়িত্ব হলো— দেশের যেকোনো স্থানে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলে তা তদন্ত করা। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠানটি আইনি পদক্ষেপও গ্রহণ করে থাকে। উল্লেখ্য ২০০৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর প্রথম জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয়। পরবর্তীতে ২০১০ সালের ২২ জুন প্রতিষ্ঠানটি পুনর্গঠিত হয়। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে একজন চেয়ারম্যানসহ ছয়জন সদস্য রয়েছেন। উদ্দীপকে উল্লিখিত তথ্য থেকেই বোঝা যায়, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। মানবাধিকার রক্ষা এবং এ সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতির উন্নয়নে কাজ করে। রাসেদের মুক্তির মধ্য দিয়ে প্রমানিত হয়।

ঘ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন তদন্তের মাধ্যমে সত্য ঘটনা উদ্‌ঘাটন করে রাসেদকে ন্যায়বিচার প্রদানে সফল হয়েছে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন যেকোনো ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত অভিযোগের তদন্ত করতে পারে। এক্ষেত্রে তারা সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সাহায্যার্থীকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে। প্রতিষ্ঠানটি প্রয়োজনে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে আইনি সহায়তাও প্রদান করে। রাসেদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ সহায়তা প্রদানের ঘটনা ঘটেছে।

সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তির অন্যতম মানবাধিকার। কিন্তু উদ্দীপকের রাসেদ এ অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। সংবাদপত্রে এ বিষয়ে অভিযোগমূলক প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিষয়টি আমলে নেয়। এরপর প্রতিষ্ঠানটি নিজেদের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ভেতরে থেকে প্রচলিত আইন অনুসারে তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনার কাজ শুরু করে। আটকের স্থান পরিদর্শন করে তথ্য সংগ্রহ, রাসেদের সাথে সাক্ষাৎ এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে কথা বলে প্রতিষ্ঠানটি রাসেদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মিথ্যা বলে শনাক্ত করতে সমর্থ হয়। এরই প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানটি মামলা করে এবং আইনি লড়াইয়ের মাধ্যমে রাসেদকে মুক্ত করে। প্রকৃতপক্ষে সমাজে উল্লিখিত ঘটনার মতো মানবাধিকার লঙ্ঘনের অনেক ঘটনাই ঘটছে। আর এ সকল ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে নিরপরাধ ব্যক্তিদেরকে সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ভূমিকা অনন্য।

পরিশেষে বলা যায়, প্রচলিত আইন অনুসারে তদন্তের মাধ্যমে রাশেদের মুক্তি নিশ্চিত করে তার ন্যায়বিচার প্রদানে সফল হয়েছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন তার দায়িত্ব পালন করেছে।

প্রশ্ন ▶ ৫ জহিরুল ইসলাম একজন সমাজসেবা অফিসার। তিনি বাংলাদেশ সরকারের কতগুলো লক্ষ্যকে বাস্তবায়ন করার জন্য নিযুক্ত হলেন। লক্ষ্যগুলি হলো— দরিদ্রদের স্বকর্মসংস্থানের জন্য সুদমুক্ত ঋণদান, বস্তিবাসীদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, বিপন্ন পরিবেশে বসবাসরত শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির মান উন্নয়ন, স্থানান্তরিতদের নিজ বাড়ীতে ফিরে যেতে উদ্বুদ্ধকরণ এবং স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশ সাধন। *[ব. বো., সি. বো., চ. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৮; ঈশ্বরদী মহিলা কলেজ, পাবনা। প্রশ্ন নং ৮]*

ক. বাংলাদেশে কত সালে V-AID কর্মসূচি শুরু হয়েছিল? ১

খ. যে কোনো একটি গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রম ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে জহিরুল ইসলাম কোন ধরনের সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. এ ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগণের কী ভূমিকা রয়েছে বলে তুমি মনে কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে ১৯৫২ সালে V-AID কর্মসূচি শুরু হয়েছিল।

খ বাংলাদেশে বিদ্যমান গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম হলো ঋণদান কার্যক্রম।

গ্রামের ভূমিহীন, দরিদ্র, বেকার, দুস্থ মহিলাদের পুঁজি সমস্যা সমাধানে সহায়তা করার লক্ষ্যে পল্লি এলাকায় সুদমুক্ত ঋণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এসব ঋণগ্রহীতাকে ৩ হাজার থেকে সর্বোচ্চ ৫ হাজার টাকা সুদমুক্ত ঋণ দেয়া হয়। ১৯৭৪ সালের মার্চ মাসে ১ কোটি ৭ লক্ষ টাকা নিয়ে ১৯টি থানায় এ কার্যক্রম শুরু হয়। জুন ২০১১ পর্যন্ত এ খাতে ২২ লক্ষাধিক পরিবারকে ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত কার্যক্রম বিশ্লেষণ করে বলা যায়, জহিরুল ইসলাম শহর সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেন।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদপ্তরের দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমগুলোর মধ্যে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম অন্যতম। বাংলাদেশ সরকার শহর এলাকার মানুষের সার্বিক উন্নয়নে এ বিষয়টির ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। আর সরকারের একজন কর্মচারী হিসেবে জহিরুল ইসলাম শহর সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নে কাজ করেছেন।

উদ্দীপকের জহিরুল ইসলাম পরিচালিত কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম হলো বস্তিবাসীদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং স্থানান্তরিতদের নিজ

teachingbd24.com

বাড়িতে অর্থাৎ গ্রামে ফিরে যেতে উদ্বুদ্ধকরণ। এ দুটি কার্যক্রম থেকে সুস্পষ্ট যে, তিনি শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের সাথে জড়িত। তিনি শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানে সুদমুক্ত ঋণদান কর্মসূচি পরিচালনা করেন। এর ফলে তারা সহজেই স্বাবলম্বী হতে পারবে। তাঁর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে বিপন্ন পরিবেশে বিশেষ করে বস্তিতে বসবাসরত শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির মানোন্নয়ন। তাছাড়া তিনি শহরবাসীদের সার্বিক জীবনমান উন্নয়নে স্থানীয় নেতৃত্বে বিকাশ সাধনের চেষ্টা করেন। আর এ সকল কার্যক্রম সরকার কর্তৃক গৃহীত শহর সমাজসেবা কার্যক্রমেরই প্রতিফলন।

গ উদ্দীপকে নির্দেশিত শহর সমাজসেবার কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগণের সহযোগিতা প্রয়োজন।

শহর সমাজসেবা কার্যক্রম হলো সমষ্টিকেন্দ্রিক সমাজসেবা কার্যক্রম। স্থানীয় জনগণের সমন্বিত উদ্যোগে প্রয়োজনীয় আর্থ-সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালানোই শহর সমাজসেবার মূল লক্ষ্য। সুতরাং শহর সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগণের ভূমিকা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

উদ্দীপকের সমাজসেবা অফিসার জহিরুল ইসলাম এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নে সরকারের নির্ধারিত কিছু লক্ষ্য অর্জনে কাজ করছেন। এ লক্ষ্যে তার গৃহীত কার্যক্রমগুলো কেবল তখনই শতভাগ সফল হবে যখন স্থানীয় জনগণ সর্বাত্মক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে। প্রকৃতপক্ষে সরকারের একার পক্ষে কখনোই কোনো কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন জনগণের প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা, তাদের অংশগ্রহণ এবং সহায়তা। অর্থাৎ এক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণের ভূমিকা হলো অংশগ্রহণমূলক এবং সহযোগিতাপূর্ণ। ঋণদান কার্যক্রম, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য উন্নয়ন প্রভৃতি কার্যক্রমে স্থানীয় জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ আবশ্যক। তাদেরকে কেন্দ্র করেই এ কার্যক্রমগুলো পরিচালিত হয় এবং তাদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা ব্যতীত কোনোভাবেই এগুলোর সফল প্রয়োগ সম্ভব নয়।

পরিশেষে বলা যায়, আলোচ্য শহর সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগণের ভূমিকা অনুঘটকের ন্যায় কাজ করে।

প্রশ্ন ▶ ৬ তানিয়া তার বাবা-মায়ের সাথে শহরে বস্তি এলাকায় বসবাস করে। সেখানে পরিবেশ অত্যন্ত নোংরা। বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে নানারকম রোগবালাই লেগেই থাকে। বস্তির অধিকাংশ দম্পতিরই অনেক সন্তান। *[ঢা. বো. চ. বো., রা. বো. দি. বো., সি. বো. ব. বো. য. বো. ১৬। প্রশ্ন নং ৭]*

ক. বাংলাদেশে কবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রম শুরু হয়? ১

খ. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের তানিয়ার এলাকার উন্নয়নের জন্য সরকারের শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের কোন কর্মসূচিটি প্রযোজ্য? নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের কর্মসূচি ছাড়াও শহর সমাজসেবার আরও কার্যক্রম রয়েছে— কথাটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে ২০০৮ সালের ১ ডিসেম্বর জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রম শুরু হয়।

খ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বলতে দুর্যোগপূর্ব ঝুঁকি হ্রাস এবং দুর্যোগপরবর্তী জরুরি সাড়া প্রদানের পদ্ধতিগত কার্যক্রম গ্রহণ করাকে বোঝায়।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা একটি চলমান প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে দুর্যোগ প্রতিরোধ, ঝুঁকি প্রশমন, পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা যায়। দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগপরবর্তী যাবতীয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করাই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য।

গ উদ্দীপকের তানিয়ার এলাকার উন্নয়নের জন্য সরকারের শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের পরিবেশ উন্নয়নমূলক ও জনসংখ্যা বিষয়ক কার্যক্রম প্রযোজ্য।

সুস্থ জীবনের জন্য স্বাস্থ্যকর পরিবেশ অপরিহার্য। বসবাসের পরিবেশ নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর হলে স্বাভাবিকভাবেই নানা রকম রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। তাই পরিবেশকে সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়। মানসম্মত জীবনযাত্রার জন্য সবাইকে জনসংখ্যা সমস্যার প্রতিও দৃষ্টি দিতে হবে। এ দুটি বিষয় উদ্দীপকের ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রয়োগযোগ্য।

উদ্দীপকে শহরের একটি বস্তি এলাকার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও জনসংখ্যা সমস্যার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। নোংরা পরিবেশে বসবাস করার কারণে এবং সুপেয় পানির অভাবে বস্তিবাসী নানা রোগে আক্রান্ত হয়। এমতাবস্থায় শহর সমাজসেবা কর্মসূচির আওতায় বস্তিবাসীদেরকে পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সুপেয় পানির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাদের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। তাহলে বস্তির পরিবেশগত সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে। আবার এখানে বসবাসরত পরিবারগুলোর সদস্যসংখ্যাও বেশি। ফলে তাদের জীবনযাত্রার মান ব্যাহত হচ্ছে। এ জন্য শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদেরকে অধিক জনসংখ্যার কুফল সম্পর্কে বোঝাতে হবে। প্রয়োজন হলে তাদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। মূলত এ সমস্ত কর্মসূচির মাধ্যমে তাদের সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে।

ঘ উদ্দীপকের শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের পরিবেশ উন্নয়নমূলক ও জনসংখ্যা বিষয়ক কার্যক্রমের পাশাপাশি নানা সমস্যার সমাধানে শহর সমাজসেবার আরও কার্যক্রম বিদ্যমান।

শহর এলাকায় বসবাসরত নিম্ন আয়ভুক্ত জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শহর সমাজসেবা নানা ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। শহরাঞ্চলের দরিদ্র ও দুস্থ জনগোষ্ঠীর সমস্যার শেষ নেই। যেমন- অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, বেকারত্ব, পুষ্টিহীনতা, নিরক্ষরতা ইত্যাদি। এ সকল সমস্যার সমাধানে শহর সমাজসেবা প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকে।

শহর এলাকায় সমাজসেবা কার্যক্রমের আওতায় দুস্থ ও দরিদ্র লোকদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করতে নানা ধরনের প্রশিক্ষণ (যেমন- বাঁশ ও বেতের কাজ, কার্পেট তৈরি, ইলেকট্রিক ও ওয়েল্ডিং, ড্রাইভিং, সাইকেল ও রিকশা মেরামত প্রভৃতি) দেওয়া হয়। পাশাপাশি তাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারে বিভিন্ন কর্মসূচি (যেমন: বয়স্ক শিক্ষা, ধর্মীয় ও সামাজিক শিক্ষা, নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি শিক্ষা প্রভৃতি) গ্রহণ করা হয়। ফলে তারা সচেতন হয়ে ওঠে। আবার দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য শহর সমাজসেবা কর্মসূচির মাধ্যমে ঋণ প্রদান করার ফলে তাদের আয়ের পথও সৃষ্টি হয়। তাছাড়া দুস্থ ও দরিদ্রদের স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধানে নানা ধরনের কার্যক্রম রয়েছে। শুধু তাই নয়, তাদের জন্য বিনোদনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করাও শহর সমাজসেবা কর্মসূচির আওতাভুক্ত। উদ্দীপকের কার্যক্রম এক্ষেত্রে শহর সমাজসেবা কার্যক্রমেরই একটি অংশমাত্র।

পরিশেষে বলা যায়, শহরের দুস্থ ও অসহায় জনগোষ্ঠীর সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করতেই শহর সমাজসেবার আওতায় উপরে উল্লিখিত কার্যক্রমগুলো পরিচালিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ৭ ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর উপজেলায় বিনা অপরাধে আটক ও একটি পা হারানো লিমনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে একটি সংগঠন। সেটি স্বপ্রণোদিত হয়ে থানা হাজত পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে লিমনের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে, সরকারকে প্রতিবেদন দিয়েছে। নির্যাতনে পা হারানো এবং আইন ও মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত লিমনের অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য সংগঠনটি সহায়তা করেছে। প্রতিষ্ঠানটি লিমনের মতো অধিকার বঞ্চিতদের পাশে থেকে তাদের অধিকার ফিরিয়ে দিতে ভূমিকা রাখছে। *[কুমিল্লা বোর্ড-২০১৬। প্রশ্ন নং ৬]*

ক. আটক নিবাস কী? ১

খ. 'আপদ' বলতে কী বোঝায়? ২

teachmate24.com

গ. উদ্দীপকে লিমনের পাশে দাঁড়ানো সংগঠনটির কাজ কোন সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. লিমনের মুক্ত হওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠানটির গৃহীত ব্যবস্থাকে কী অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বলা যাবে? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক আটক নিবাস হলো গ্রেফতারের পর থেকে কিশোর আদালতে হাজির করা পর্যন্ত কিশোর অপরাধীদের আটক রাখার স্থান। [সূত্র-জাতীয় শিশু আইন-২০১৩]

খ আপদের সরল অর্থ হচ্ছে সংকট।

আপদ মূলত একটি অস্বাভাবিক ঘটনা যা প্রাকৃতিক, মানবসৃষ্ট বা কারিগরি ত্রুটির জন্য ঘটতে পারে। এর ফলে মানুষের জীবন-জীবিকা এবং পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি হয়। উদাহরণস্বরূপ— ঘূর্ণিঝড়, বন্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক আপদ। অন্যদিকে বন ধ্বংস, অগ্নিকাণ্ড, অবরোধ ইত্যাদি হলো মানবসৃষ্ট আপদ। আপদ কোনো দুর্যোগ নয় বরং এর সম্ভাব্য কারণ।

গ উদ্দীপকে লিমনের পাশে দাঁড়ানো সংগঠনটির কাজের সাথে সরকারি প্রতিষ্ঠান জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রমের সাদৃশ্য আছে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে ২০০৮ সালে কার্যক্রম শুরু করে। একজন চেয়ারম্যান, একজন সার্বক্ষণিক সদস্য ও পাঁচজন অবৈতনিক সদস্যের সমন্বয়ে এই কমিশন গঠিত হয়। সংবিধান অনুযায়ী মানবাধিকার সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও নিশ্চিতকরণে রাষ্ট্রকে সহায়তা করে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। এ লক্ষ্যে কমিশন যেকোনো ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত অভিযোগের তদন্ত করার সাথে স্বপ্রণোদিত হয়ে অভিযোগ গ্রহণও করতে পারবে। কমিশন অভিযোগ দায়েরের জন্য নির্যাতনের শিকার ব্যক্তি বা তার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তিকে আইনি সহায়তা প্রদান করতে পারবে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বিনা অপরাধে আটক এবং পা হারানো লিমনের পক্ষে একটি সংগঠন কাজ শুরু করে। স্বপ্রণোদিত হয়ে সংগঠনটি থানা হাজত পরিদর্শন করে সরকারের কাছে প্রতিবেদন পেশ করে। অধিকার বঞ্চিত লিমনের ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে সহায়তা করে। সংগঠনের এই কার্যক্রমগুলো জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে লিমনের পক্ষে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কাজ করেছে।

ঘ হ্যাঁ, লিমনের মুক্ত হওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠানটির গৃহীত ব্যবস্থাকে অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বলা যাবে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অভিযোগকারী ব্যক্তির দাবি আদায়ে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যবস্থা নেয়। এক্ষেত্রে মানবাধিকার কমিশন অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ করে। এতে নির্যাতিতের অভিযোগ গ্রহণের মাধ্যমে তদন্ত শুরু হয়। এ তদন্তের দ্বারা মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীকে চিহ্নিত করে দু'ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হয়। একটি হলো মধ্যস্থতা বা সমঝোতা। মধ্যস্থতা সফল হলে অপরাধীর জরিমানা ধার্য ও আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। অন্যদিকে, মধ্যস্থতা ব্যর্থ হলে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া অপরাধের প্রতিকারের জন্য কমিশন সরকারের প্রতি সুপারিশও পেশ করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বিনা অপরাধে আটক ও এক পা হারানো লিমনের পক্ষে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সদস্যরা স্বতপ্রণোদিত হয়ে থানা হাজত পরিদর্শন করেন, প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের পর সুপারিশসহ সরকারের কাছে প্রতিবেদন দেন। লিমনের পা হারানো ঘটনার বিচার এবং আইন ও মানবাধিকার পুনরুদ্ধারেও কমিশন সহায়তা করে।

সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, লিমনের মুক্ত হওয়ার জন্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশন যে ব্যবস্থা গ্রহণ করে তা অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন ▶ ৮ জনাব বারী মজুমদার একজন সমাজদরদী ব্যক্তি। তিনি সমাজের মানুষের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করেন। সামাজিক বিভিন্ন কাজকর্মের ধারাবাহিকতায় তিনি একটি নতুন কার্যক্রম শুরু করেন। এই কার্যক্রমে তিনি গ্রামের বেকার, অর্ধ-বেকার, শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, দরিদ্র, যুবক, যুব-মহিলাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে যেমন— সেলাই কাজ, সবজির বাগান তৈরি, ফিশারী, বাঁশ-বেতের কাজ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে সমাজে পুর্নবাসিত করার চেষ্টা করছেন। তিনি তার এই কার্যক্রমে বেশ সাড়া পেয়েছেন এবং গ্রামের অনেক বেকার মানুষ লাভবানও হয়েছেন। শুধু তাই নয়, তিনি গ্রামের লোকদের মধ্যে পরিকল্পিত পরিবার গঠনের লক্ষে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কেও জ্ঞান দিয়ে যাচ্ছেন।

[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৭]

ক. RSS-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কাজের ধরন ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব বারী মজুমদারের কার্যক্রম তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন কার্যক্রমকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কার্যক্রমের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের যে কার্যক্রমের মিল রয়েছে তার একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক RSS -এর পূর্ণরূপ হলো— Rural Social Service।

খ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন যেকোনো ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত অপরাধসংশ্লিষ্ট বিষয়ে কাজ করে থাকে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন জেলখানা, থানা হেফাজত ইত্যাদি পরিদর্শন করে তার উন্নয়নের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করে। এছাড়া এ কমিশন মানবাধিকার বিষয়ে গবেষণা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ এবং অনুরূপ অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করে এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রকাশ ও প্রচার করে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের সাথে দেশীয় আইনের সামঞ্জস্য বিধানে ভূমিকা রাখে এ কমিশন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব বারী মজুমদারের কার্যক্রম আমার পাঠ্যবইয়ের গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রমের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রম হলো একটি গ্রাম উন্নয়নমূলক বহুমুখী প্রক্রিয়া। গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য এই প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়। গ্রামীণ সমাজসেবার অন্যতম কার্যক্রম হলো বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি। উদ্দীপকেও এ কার্যক্রম দুটির উল্লেখ করা হয়েছে।

উদ্দীপকে জনাব বারী মজুমদারের গ্রামের বেকার ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে নানা ধরনের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রমের মাধ্যমেও অভিন্ন লক্ষ্যে অনুরূপ কর্মসূচি পরিচালিত হয়। গ্রামীণ নিম্ন আয়ভুক্ত দরিদ্র যুবক-যুবতীদেরকে বাঁশ ও বেতের কাজ, পাটের কাজ, কাঠের কাজ, তাঁত ও বয়নের কাজ, সবজি চাষ, হাঁস-মুরগি পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, ওয়েলডিং, ওয়ারিং ইত্যাদি বৃত্তিমূলক কাজের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ফলে তারা নিজেরাই নিজেদের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে সক্ষম হয়। তাছাড়া জনাব বারী মজুমদার পরিকল্পিত পরিবার গঠনের লক্ষ্যে যে কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন সেটিও গ্রামীণ সমাজসেবার অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে পরিবারের আকার ছোট রাখতে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে সবাইকে সচেতন করে তোলা হয়।

ঘ উদ্দীপকে গ্রামীণ সমাজসেবার ব্যাপক ও বিস্তৃত কার্যক্রমের সামান্য অংশই প্রতিফলিত হয়েছে।

গ্রামীণ অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সার্বিক জীবনমানের উন্নয়নই গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অর্জনে সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক বিস্তৃত পরিসরে বহুমুখী কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়। উদ্দীপকেও ব্যক্তি উদ্যোগে অভিন্ন লক্ষ্যে নানা কর্মসূচি গ্রহণের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে; তবে তা ব্যাপক ও বিস্তৃত নয়।

teachingbd24.com

উদ্দীপকে নির্দেশিত বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি গ্রামীণ সমাজসেবার দুটি কার্যক্রমের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তবে গ্রামীণ সমাজসেবা সরকারি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। আর এ কারণেই এর পরিসর বিস্তৃত। পক্ষান্তরে ব্যক্তি উদ্যোগে পরিচালিত হওয়ায় উদ্দীপকে নির্দেশিত সমাজসেবা কার্যক্রম সংক্ষিপ্ত পরিসরে আবদ্ধ। গ্রামীণ সমাজসেবার অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে— ঋণ দান কার্যক্রম, পল্লি মাতৃকেন্দ্র, সামাজিক শিক্ষা কার্যক্রম, অবকাঠামো নির্মাণে স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণ প্রভৃতি। এভাবে বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালিত হয় বলে তা গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নে অধিক ফলপ্রসূ। পক্ষান্তরে উদ্দীপকে আলোচিত সমাজ সেবা কার্যক্রমের উপযোগিতা কিছুটা হলেও সীমাবদ্ধ। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে লক্ষ্য বিবেচনায় উভয় সমাজসেবা কর্মসূচির কার্যক্রম অভিন্ন।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে নির্দেশিত সমাজসেবা কার্যক্রম অপেক্ষা গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রম অধিক তাৎপর্য বহন করে।

প্রশ্ন ▶ ৯ মি. শিহাব শহর সমাজসেবা অফিসার হিসেবে কর্মরত। তিনি লালবাগ বস্তির মানুষের অবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রথমতঃ বেকার যুবক যুবতি গৃহিণীদের নিয়ে দল গঠন করেন। তারপর প্রতিটি দলে সুনির্দিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেন। তিনি এ এলাকায় ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থারও সূচনা করেন। *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৮]*

ক. কত সালে ঢাকায় তিন মাসের পেশাগত প্রশিক্ষণ কোর্স শুরু হয়? ১

খ. গ্রামীণ সমাজসেবার ধারণা দাও। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে শহর সমাজসেবা কর্মসূচিগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত কর্মসূচিগুলোতে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ দেখাও। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৫৩ সালে ঢাকায় তিন মাসের পেশাগত প্রশিক্ষণ কোর্স শুরু হয়।

খ গ্রামীণ সমাজসেবা হলো সমষ্টি উন্নয়ন কেন্দ্রিক একটি বহুমুখী সমন্বিত উন্নয়ন প্রক্রিয়া।

সাধারণ জনগণের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব এবং তাদের সংগঠিত করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে ১৯৭৪ সালে USS কর্মসূচি চালু করা হয়, যা গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। সামগ্রিক উন্নয়ন ও ঐপ্রোচের অংশ হিসেবে গ্রামীণ ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও অন্যান্য কৃষক এবং দরিদ্র পেশাজীবী শ্রেণিকে সংগঠিত করা এর প্রধান লক্ষ্য।

গ উদ্দীপকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমকে নির্দেশ করা হয়েছে, যা শহর সমাজসেবা কার্যক্রমগুলোর মধ্যে অন্যতম।

শহর এলাকায় বসবাসরত নিম্ন আয়ের জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শহর সমাজসেবা নানা ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও উৎপাদন কেন্দ্র এবং সেলাই ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে বেকার, অর্ধ-বেকার, অদক্ষ ও স্বল্প আয়ের মহিলা এবং পুরুষদের স্বাবলম্বী করে তোলার কাজ করা হয় এ কার্যক্রমের মাধ্যমে। এছাড়া তাদের আয়ের পথ সৃষ্টির লক্ষে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, শহর সমাজসেবা অফিসার শিহাব লালবাগ বস্তির বেকার যুবক-যুবতীদের স্বাবলম্বী ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থার সূচনা করেন। আর্থ-সামাজিক জরিপের মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্ত পরিবার ও দল চিহ্নিত করে দল গঠন, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ প্রভৃতি কর্মসূচি সম্পাদন করা হয় শহর সমাজসেবা কর্মসূচির মাধ্যমে। যার ফলে বেকার, অদক্ষ, অভাবগ্রস্থ জনগোষ্ঠী কাজ করে ভাগ্যোন্নয়নের সুযোগ পায়। উদ্দীপকের লালবাগ বস্তির বেকার যুবক-যুবতিদের প্রশিক্ষণ ও সেখানে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ শহর সমাজসেবা কর্মসূচিকে তুলে ধরে।

ঘ উদ্দীপকে নির্দেশিত কর্মসূচিগুলোতে সমষ্টি সমাজকর্ম, ব্যক্তি সমাজকর্ম ও দল সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

শহর সমাজসেবা একটি সমষ্টি কেন্দ্রিক সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম। ফলে সমষ্টি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। শহর সমাজসেবার বিভিন্ন কর্মসূচি, যেমন- বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, শিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রম, যুব উন্নয়ন প্রভৃতি দলীয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হওয়ায় সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়ে থাকে। ক্ষেত্রবিশেষে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যক্তি সমাজকর্ম ও দল সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়।

উদ্দীপকে নির্দেশিত লালবাগ বস্তিতে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ কার্যক্রম নির্দেশ করা হয়েছে। লালবাগ বস্তিকে প্রথমে চিহ্নিতকরণ করে, সেখানে দল গঠনের মাধ্যমে মি. শিহাব কার্যক্রম শুরু করেন। একদল বেকার যুবক-যুবতীকে সংগঠিত করে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এতে কার্যকর যোগাযোগ, কর্মক্ষমতার উন্নয়ন এবং অর্থসংস্থান কৌশল প্রভৃতি প্রয়োগের প্রয়োজন পড়ে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সফলতা বা ব্যর্থতা নির্ণয়ের জন্য মি. শিহাবকে প্রতিটি পর্যায় মূল্যায়ন করতে হবে। এভাবে সমষ্টি সমাজকর্ম প্রয়োগের মাধ্যমে একজন সমাজকর্মী কাজ করে। লালবাগ বস্তিতে ঋণ দানের ক্ষেত্রে ব্যক্তি সমাজকর্ম ও দল সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

উপরের আলোচিত সমাজকর্ম পদ্ধতিগুলোর যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে উক্ত কর্মসূচিগুলো সফলভাবে সম্পন্ন করা যায়।

প্রশ্ন ▶ ১০ ১৪ বছরের রহিমা গৃহকর্মীর কাজ করা অবস্থায় মালিকের নির্যাতনের শিকার হয়। নির্যাতন সইতে না পেরে রহিমা মালিককে কুপিয়ে খুন করে আদালতে দোষী সাব্যস্ত হলে ফাঁসি না দিয়ে তাকে সংশোধন কেন্দ্রে পাঠানো হয়। গাজিপুরের কোনাবাড়িতে অবস্থিত সংশোধানাগারে সে একজন প্রবেশন অফিসারের অধীনে চিকিৎসাধীন আছে। *[মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ২]*

ক. সংশোধন কী? ১

খ. প্রবেশন বলতে কী বুঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য লেখ। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত রহিমাকে মানসিক চিকিৎসা দিতে সমাজকর্মী সমাজকর্মের যে পদ্ধতি ব্যবহার করেন তার ২টি উপাদান বর্ণনা করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কিশোর অপরাধীদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়ায়ই হলো সংশোধন।

খ প্রবেশন বলতে কোনো অপরাধীকে তার প্রাপ্য শাস্তি স্থগিত রেখে কারাবন্ধ না করে সমাজে খাপ খাইয়ে চলার সুযোগ প্রদান করাকে বোঝায়।

প্রবেশন হলো একটি অপ্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক সংশোধনী কার্যক্রম। প্রবেশন ব্যবস্থায় প্রথম ও লঘু অপরাধের দায়ে আইনের সংস্পর্শে আসা কিশোর অপরাধীদের প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদের সাথে কারাগারে না রেখে আদালতের নির্দেশে প্রবেশন অফিসারের তত্ত্বাবধানে সামাজিক পরিবেশে রেখে সংশোধনের সুযোগ দেওয়া হয়। এটি অপরাধীর বিশৃঙ্খলা ও বেআইনি আচরণ সংশোধনের জন্য একটি সুনিয়ন্ত্রিত কর্মপদ্ধতি।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটি হলো কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র। কিশোর অপরাধীদের বিচার এবং তাদের আচরণ সংশোধনের জন্য কিশোর আদালত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ আদালতে কিশোর-কিশোরীদের অপরাধের কারণ বিশ্লেষণ করে তাদের পুর্নবাসন ও সংশোধনের প্রচেষ্টা চালানো হয়।

মানবিকতার সাথে আদালতের রায় প্রতিপালন করা, সমাজের অন্যান্য সদস্যদের পাশাপাশি কিশোরদের সুযোগ-সুবিধা এবং অধিকার রক্ষা করা এ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য। কিশোরদের সংশোধনের প্রক্রিয়ায়

Teachingbd24.com

তার পরিবার ও সমাজকে গুরুত্ব প্রদান করা, প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদের সংস্পর্শ থেকে সরিয়ে ভিন্ন স্থানে রেখে কিশোরদের সংশোধন করা সংস্থাটির অন্যতম লক্ষ্য। কিশোর-কিশোরীদের সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বৃত্তিমূলক নানা ধরনের প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্ম-উপযোগী করে গড়ে তোলা এবং ভবিষ্যতে তারা যাতে পুনরায় অপরাধে না জড়ায় সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম উদ্দেশ্য। ১৪ বছর বয়সের কিশোরী রহিমা আদালতে দোষী সাব্যস্ত হলে তাকে সংশোধন ও উন্নয়নের জন্য গাজিপুর কোনাবাড়িতে অবস্থিত একটি প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয় যা কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রকে নির্দেশ করে।

খ উদ্দীপকে উল্লিখিত রহিমাকে মানসিক চিকিৎসা দিতে সমাজকর্মী ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। আর এ পদ্ধতির অন্যতম দুইটি উপাদান হলো প্রতিষ্ঠান ও পেশাদার প্রতিনিধি।

যে প্রতিষ্ঠান বা এজেন্সীর মাধ্যমে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির আওতায় সাহায্যার্থীর সমস্যার সমাধানে সহায়তা করা হয় তাকে স্থান বা প্রতিষ্ঠান বলা হয়। ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির বাস্তব অনুশীলনের বাহন হলো প্রতিষ্ঠান। এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো গতিশীলতা। সময়, সম্পদ, চাহিদা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের সাথে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যাবলির পরিবর্তন ঘটে।

পেশাদার প্রতিনিধি ব্যক্তি সমাজকর্মের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পেশাদার প্রতিনিধি হলেন সমাজকর্মের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা সম্পন্ন এমন একজন ব্যক্তি যাকে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সেবাদানের জন্য নিয়োগ করা হয়। ব্যক্তি সমাজকর্মে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার সফলতা নির্ভর করে পেশাদার প্রতিনিধির দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ওপর। তাই ব্যক্তি সমাজকর্মে পেশাদার প্রতিনিধি বা সমাজকর্মীর জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

উদ্দীপকে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির এই দুটি উপাদান লক্ষ করা যায়। উদ্দীপকে ১৪ বছর বয়সী কিশোর অপরাধী রহিমাকে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে পাঠানো হয়। আর সেখানে সে একজন প্রবেশন অফিসারের অধীনে অর্থাৎ পেশাদার প্রতিনিধির অধীনে চিকিৎসাধীন আছে। আর প্রতিষ্ঠান ও পেশাদার প্রতিনিধি ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদানগুলোর মধ্যে অন্যতম।

প্রশ্ন ▶ ১১ ফারিয়া বেগম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগ থেকে পাশ করে একটি সরকারি হাসপাতালের সমাজসেবা বিভাগে চাকুরি করেন। চাকুরিসূত্রে তাকে মাঝে মধ্যে গ্রামে যেতে হয়। সেখানে তিনি নারীদের স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেন।

[মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৭]

ক. RSS কী? ১

খ. শহর সমাজসেবা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. ফারিয়া বেগম সরকারের যে কার্যক্রমে কাজ করেন তার ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. ফারিয়া বেগমের কার্যক্রম তথা প্রশিক্ষণ প্রদানে গ্রামের মহিলারা কীভাবে উপকৃত হবেন তা আলোচনা কর। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক RSS হলো— গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র কর্মহীন মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরকারের গৃহীত সমাজসেবা কার্যক্রম।

খ সৃজনশীল ২নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ ফারিয়া বেগম সরকারের গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রমে কাজ করেন। গ্রামীণ দুঃস্থ, দরিদ্র, ভূমিহীনদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষে উপজেলা সমাজসেবা অফিস কর্তৃক পরিচালিত কর্মসূচিকে গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রম বলা হয়। এটি একটি সমষ্টি উন্নয়নভিত্তিক কার্যক্রম প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের জনগণের নিজস্ব সম্পদ ও সামর্থ্যের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের চাহিদা পূরণ, সমস্যার সমাধান এবং সার্বিক কল্যাণ সাধনের প্রচেষ্টা চালানো হয়। সর্বপ্রথম ১৯৭৪ সালে এ কর্মসূচি তার কার্যক্রম শুরু করে।

বর্তমানে এ কার্যক্রমের আওতায় আর্থ-সামাজিক জরিপের মাধ্যমে কর্ম দল গঠন, বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দান, ঋণদান, পল্লী মাতৃকেন্দ্র প্রভৃতি কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে।

উদ্দীপকে ফারিয়া বেগম একটি সরকারি হাসপাতালের সমাজসেবা বিভাগে চাকুরি করেন। চাকুরিসূত্রে তাকে মাঝে মাঝে গ্রামে গিয়ে নারীদের স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেন। এতে বলা যায় ফারিয়া বেগম সরকারের গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রমে কর্মরত আছেন।

ঘ ফারিয়া বেগমের কার্যক্রম তথা নারীদের স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান গ্রামীণ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটাবে।

গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রম চালু করেছে। এ কার্যক্রমের আওতায় গ্রামীণ মহিলাদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য পল্লী মাতৃকেন্দ্র কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে।

উদ্দীপকের ফারিয়া বেগম এ কর্মসূচির আওতায় গ্রামীণ মহিলাদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টিজ্ঞান প্রদান, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, মাতৃ ও শিশুসেবা প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। এর ফলে গ্রামীণ নারীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা ও কর্মক্ষমতা বাড়বে। আবার, তিনি জনসংখ্যা বিষয়ে এ শিক্ষা দিতে গিয়ে পরিবার-পরিকল্পনায় উদ্বুদ্ধকরণ ও বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। এর ফলে গ্রামীণ মহিলারা পরিকল্পিত পরিবার গঠন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উদ্যোগী হবে। এতে গ্রামীণ দরিদ্র মহিলারা স্বাবলম্বী হবে এবং অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আসবে। ফলে তাদের একই সাথে তাদের আর্থিক উন্নতি ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, ফারিয়া বেগমের স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রামীন মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও আর্থ-সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

প্রশ্ন ▶ ১২ ১২ বছর বয়সী শিখাকে একটি অপরাধ সংগঠনের দায়ে গাজীপুরের কোনাবাড়ীতে একটি প্রতিষ্ঠানে নেওয়া হয়। সেখানে তার আচরণ সংশোধনের লক্ষ্য নিয়ে আদলাত পরিচালনা করা হয় এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা চালানো হয়। *[সরকারি বাঙলা কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১১]*

ক. RSS-এর পূর্ণরূপ লেখো। ১

খ. শহর সমাজসেবা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে কোন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকার ইঙ্গিত আছে? ৩

ঘ. ইঙ্গিতকৃত প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রমের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক RSS এর পূর্ণরূপ হলো Rural Social Service.

খ শহর সমাজসেবা বলতে শহর এলাকায় বসবাসরত নিম্ন আয়ভুক্ত জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পরিচালিত সমাজসেবা কার্যক্রমকে বোঝায়।

শহর সমাজসেবা কার্যক্রম সমষ্টি উন্নয়নভিত্তিক একটি কার্যক্রম। এক্ষেত্রে শহরের দরিদ্র ও বস্তিতে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সরকার ও নানা প্রতিষ্ঠান কাজ করে। শহর সমাজসেবায় শহরের জনগণের সহায়তামূলক ভূমিকা থাকে। এ কর্মসূচি দরিদ্রদের স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করে।

গ উদ্দীপকে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের ভূমিকাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

কিশোর-কিশোরীরা একটি দেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধার। ক্রমবর্ধমান শিল্পায়ন ও নগরায়ণ এবং আর্থ-সামাজিক ও পারিবারিক কারণে এরা নানা রকমের অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ে। এসব অপরাধমূলক কাজ পরিহার করে স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে বেড়ে ওঠার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য

Teachinbd24.com

বাংলাদেশ সরকার গাজীপুরের কোনাবাড়িতে ২০০২ সালে সর্বপ্রথম কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে। এ প্রতিষ্ঠানে আসা কিশোর-কিশোরীদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটিয়ে সমাজে পুনর্বাসন করাই এর মূল লক্ষ্য। এছাড়া কিশোর অপরাধীদের সেবা-যত্ন, খাদ্য সরবরাহ, কারিগরি শিক্ষা, চিকিৎসা সেবা, প্রশিক্ষণ ও সংশোধনের মাধ্যমে সমাজের মূল স্রোতধারা নিয়ে আসায় এ প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকের ১২ বছর বয়সী শিখা একটি অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। এ অপরাধ সংশোধনের জন্য তাকে গাজীপুরের কোনাবাড়িতে একটি প্রতিষ্ঠানে দেওয়া হয়। একটি বিশেষ আদালতে তার বিচার হয় এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়। উদ্দীপকের এ তথ্য দ্বারা বাংলাদেশের কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের কথাই বোঝানো হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের ইঙ্গিতকৃত প্রতিষ্ঠানটি কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রকেই নির্দেশ করে।

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত প্রতিষ্ঠানের অর্থাৎ কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের কার্যক্রমের বিভিন্ন দিক রয়েছে।

কিশোর অপরাধীদের অপরাধ সংশোধন করে তাদেরকে সমাজের সাধারণ মানুষের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্যই মূলত কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। কেননা অল্প বয়সের ছেলে-মেয়েরা না বুঝে, অন্যের প্ররোচনায় অথবা আবেগের বশে বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে তাদেরকে শাস্তির পরিবর্তে সংশোধন করার লক্ষ্যে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র কতিপয় কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। একজন কিশোর অপরাধীর অপরাধ সংশোধনের জন্য কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র যে সকল কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে সেসব ক্ষেত্রেই ব্যক্তি সমাজকর্মের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এছাড়া কিশোর অপরাধীদের বিচার কার্যের জন্য কিশোর আদালতের ব্যবস্থা করা হয়। তাদেরকে বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমাজের মূল ধারায় নিয়ে আসা হয়। তাদের জন্য আলাদা আটক নিবাস স্থাপন করা হয়েছে। যেখানে কিশোর অপরাধীদের বিভিন্ন চিকিৎসা সেবা, সংশোধন, সেবা যত্ন, রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে কিশোর অপরাধীদের দেশের উন্নয়নমূলক কাজে নিয়োজিত করা হয়।

উদ্দীপকের ১২ বছর বয়সী শিখা একজন কিশোর অপরাধী। তার আচরণ সংশোধনের লক্ষ্যে তাকে একটি প্রতিষ্ঠানে নেওয়া হয় এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়। এ তথ্যের মাধ্যমে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের কথা বোঝানো হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানটি উপরোল্লিখিত কার্যক্রম সম্পাদন করে।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম কিশোর অপরাধ সংশোধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

প্রশ্ন ▶ ১৩ শহরের চাকচিক্যময় জীবনযাপন প্রণালী ও সুযোগ সুবিধার আকর্ষণে গ্রাম থেকে মানুষ ক্রমাগত শহরের দিকে ধাবিত হচ্ছে। কিন্তু এই শহরমুখী হওয়ার প্রবণতা কমাতে না পারলে ভারসাম্যহীন ও বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়বে আমাদের এই প্রিয় নগর। এমনিতে বস্তির নোংরা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মানবেতর জীবনযাপন ও জীবিকার জন্য নিরক্ষর জনগোষ্ঠী অপরাধ ও মাদক ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ছে।

[সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৭]

ক. আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস কবে পালিত হয়? ১

খ. কিশোর আদালত বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত কোন কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্ভব? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমাধানে উক্ত কার্যক্রম কতটুকু কার্যকরী? যুক্তিসহ উপস্থাপন করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস পালিত হয় ১লা অক্টোবর।

খ কিশোর আদালত বলতে কিশোর অপরাধীদের বিচারের জন্য গঠিত বিচারালয়কে বোঝায়।

কিশোর আদালত দেশের অন্যান্য আদালতের মতো নয়। এখানে কোনো শুনানি হয় না, বিচার প্রক্রিয়া হয় ঘরোয়া পরিবেশে। এ আদালতে বাদী-বিবাদী, আইনজীবী কেউ থাকে না। এমনকি অভিযুক্তকে কোনো শাস্তিও দেওয়া হয় না। অপরাধীর আত্মীয়-স্বজন, একজন প্রবেশন অফিসার বা সমাজকর্মী এবং আদালত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বিচারকাজ পরিচালনার সময় উপস্থিত থাকে।

গ সৃজনশীল ৩নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৩নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৪ রায়হান মাহমুদের মোবাইলে একটি মেসেজ আসে। সে মেসেজ পড়ে জানতে পারে যে, দেশে ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে ৫ নং মহাবিপদ সংকেত। উপকূলের মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার জন্য বলা হয়েছে। নদী ও সমুদ্রবন্দরসমূহকে সতর্ক করা হয়েছে।

[সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৮]

ক. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কত সালে গঠন করা হয়? ১

খ. জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দুইটি কার্যক্রম বর্ণনা করো। ২

গ. উদ্দীপকে রায়হান মাহমুদের দেখা মেসেজটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কোন পর্যায়ের কাজের অংশ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো, সামজকর্মের পদ্ধতি প্রয়োগ করে এক্ষেত্রে আরও বেশি সফল হওয়া যাবে? তোমার উত্তরের পক্ষে মতামত দাও। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠন করা হয় ২০০৮ সালে।

খ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন হলো একটি সংবিধিবদ্ধ ও স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। এর দুটি কার্যক্রম বর্ণনা করা হলো—

১. সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ বা কোনো Client এর অভিযোগের ভিত্তিতে মানবাধিকার কমিশন মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার উপর সরেজমিনে ও নিরপেক্ষভাবে তথ্যানুসন্ধান চালায়। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে ঘটনার প্রকৃত রহস্য ও সত্য উদ্‌ঘাটন করা হয়, যা সরকার পরিচালিত সংস্থাগুলোকে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণে সহায়তা করে।

২. দেশের প্রচলিত আইন কাঠামোতে আইনগত সুযোগ-সুবিধা এবং বিভিন্ন সমস্যায় আইনের ভূমিকা নিয়ে মানবাধিকার কমিশন দীর্ঘমেয়াদি ও বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা করে। এসব গবেষণার মাধ্যমে প্রচলিত আইনের সংশোধন, নতুন কোনো আইন প্রণয়ন বা সরকারি নীতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সাহায্য করে থাকে।

গ উদ্দীপকে রায়হান মাহমুদের দেখা মেসেজটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার পূর্বপ্রস্তুতির অংশ।

পূর্বপ্রস্তুতি বলতে দুর্যোগপূর্ব সময়ে দুর্যোগের ঝুঁকি কমানোর ব্যবস্থাপনাকে বোঝায়। দুর্যোগ ঘটার আগে থেকেই ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল ও সেই এলাকার জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিতকরণ, দুর্যোগ সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্মাণ, জরুরি অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, রাস্তাঘাট, যানবাহন, বেতারযন্ত্র ইত্যাদি প্রস্তুত রাখা দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতির অন্তর্ভুক্ত। দুর্যোগের পূর্বাভাস পেয়ে জনগণ নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। পাশাপাশি গৃহপালিত পশু-পাখি এবং সম্পদ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে থাকে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রায়হান মাহমুদের মোবাইলে ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস দিয়ে একটি মেসেজ পাঠানো হয়। তাতে ৫নং মহাবিপদ সংকেত এবং

Teachingbd24.com

উপকূলের মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরে যেতে বলা হয়েছে। এ মেসেজটি হলো দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতির অংশ। এর ফলে দুর্যোগকালীন ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাস পায় এবং দুর্যোগ পরবর্তী জরুরি সাড়া দানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি, সমাজকর্মের পদ্ধতি প্রয়োগ করে এক্ষেত্রে আরো বেশি সফল হওয়া যাবে।

ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যার সমাধান, প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নে পেশাগত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সমাজকর্মীগণ যেসব কৌশল বা পন্থা অবলম্বন করে থাকেন তাই সমাজকর্ম পদ্ধতি। আর মানুষের সমস্যার ধরণ ও চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজকর্মীরা বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করে থাকেন। তাই দুর্যোগ মোকাবিলা বা ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করার ক্ষেত্রে সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করা হলে অনেকটা সফল হওয়া যাবে। কারণ সমাজকর্মীরা তাদের তাত্ত্বিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থেকে দুর্যোগ মোকাবিলায় দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

সমাজকর্ম মানুষের নিজস্ব সম্পদ ও আনুষঙ্গিক সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে সমস্যা মোকাবিলা বা প্রতিরোধে কাজ করে থাকে। এ কাজে সমাজকর্মের বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সমাজকর্মের সমষ্টি উন্নয়ন ও সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। কেননা এক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে পরিস্থিতি মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। সমষ্টি সমাজকর্মের বিভিন্ন কৌশল ও প্রক্রিয়া সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বেশি কার্যকর হবে।

আলোচনা শেষে বলা যায়, সমাজকর্ম পদ্ধতির মাধ্যমে দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করা হলে দুর্যোগকালীন ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাসে আরো বেশি সফল হওয়া যাবে।

প্রশ্ন ▶ ১৫ ১৫ বছরের ছেলে আবিদ। সে একবারেই মা-বাবার কথা শোনে না। উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করে। রাস্তায় মেয়েদেরকে উত্ত্যক্ত করে। এলাকা থেকে তার বিরুদ্ধে একটি মামলা হয়। পুলিশ আবিদকে আদালতে হাজির করলে বিচারক তাকে একটি ভিন্ন আদালতে প্রেরণ করেন। *[আজিমপুর গভঃ গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৮]*

ক. কত সালে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো প্রতিষ্ঠিত হয়? ১

খ. জাতীয় মানবাধিকারের কাজের ধরন ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে আবিদকে যে আদালতে প্রেরণ করা হয় তা কোন ধরনের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. শাস্তি নয়, সংশোধনই উক্ত কর্মসূচির উদ্দেশ্য– বিশ্লেষণ করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৯৩ সালে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন যেকোনো ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত অপরাধ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কাজ করে থাকে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন জেলখানা, থানা হেফাজত ইত্যাদি পরিদর্শন করে তার উন্নয়নের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করে। এছাড়াও কমিশন মানবাধিকার বিষয়ে গবেষণা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ এবং অনুরূপ অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করে এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রকাশ ও প্রচার করে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের সাথে দেশীয় আইনের সামঞ্জস্য বিধানে ভূমিকা রাখে কমিশন। এছাড়া বিভিন্ন সেবামূলক কাজও জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক পরিচালিত হয়।

গ সৃজনশীল ২নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৬ সম্প্রতি ঘূর্ণিঝড় তিতলী ভয়ঙ্কর শক্তি নিয়ে উপকূল অতিক্রম করে যায়। সমুদ্র বন্দরগুলিতে মহাবিপদ সংকেত দেওয়া হয়। যদিও তেমন কোনো আঘাত হানেনি, সরকার পূর্বের ন্যায় এ দুর্যোগ মোকাবিলা করার জন্য পূর্ব এবং পরবর্তী প্রস্তুতিও পরিকল্পনা নিয়েছে। *[আজিমপুর গভঃ গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৯]*

ক. কিশোর আদালত কবে প্রতিষ্ঠা করা হয়? ১

খ. মানবাধিকার কমিশন বলতে কী বুঝ? ২

গ. উদ্দীপকের ক্ষেত্রে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কার্যক্রমসমূহ বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উক্ত কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ বিশ্লেষণ করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭৮ সালে কিশোর আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়।

খ মানবাধিকার কমিশন বলতে জনগণের মানবাধিকার সুরক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা এবং এ ব্যাপারে সরকারকে সুপারিশ ও পরামর্শ প্রদানে প্রতিষ্ঠিত একটি সংস্থাকে বোঝায়।

মানবাধিকার কমিশন রাষ্ট্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি স্বাধীন ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। এটি অসহায়, নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের আইনগত সাহায্য ও মৌলিক মানবাধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

গ উদ্দীপকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘূর্ণিঝড়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় সরকার সিপিপি (Cyclone Preparedness Programme) প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এ প্রকল্পের আওতায় উপকূলীয় অঞ্চলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বিশেষ করে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে আক্রান্তদের Early Warning, Signal Evaluation, Sheltering, Search & Rescue, First Aid and Relief and Rehabilitation সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় উপকূলীয় ১৩টি জেলার ৩৭টি উপজেলায় মোট ৩,২৯১ ইউনিটে ৪৯,৩৬৫ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে। বর্তমানে আরও ৫টি উপজেলাকে এর আওতায় আনা হয়েছে।

উদ্দীপকে ঘূর্ণিঝড় 'তিতলী' এর কথা বলা হয়েছে। ভয়ঙ্কর শক্তি নিয়ে উপকূলের দিকে এগিয়ে আসা এ ঝড় মোকাবিলায় সমুদ্র বন্দরগুলোতে মহাবিপদ সংকেত দেওয়া হয়েছে এবং সবাইকে আশ্রয়কেন্দ্রে ও নিরাপদ জায়গায় সরে যেতে বলা হয়েছে। উদ্দীপকে উল্লিখিত এই ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকার উপরে বর্ণিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত দুর্যোগ অর্থাৎ ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় সামগ্রিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ করা যায়।

সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ঝুঁকিহ্রাস, প্রস্তুতি, সাড়াদান ব্যবস্থায় সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগের সুযোগ রয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতি ও পরিকল্পনা হালনাগাদকরণ কার্যক্রমে সমাজকর্মীরা অংশগ্রহণ করতে পারে। সামাজিক গবেষণা ও জরিপের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত নীতি নির্ধারকদের সমাজকর্মীরা সহায়তা করতে পারেন। সমাজভিত্তিক ঝুঁকি হ্রাস এবং ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়। এর পাশাপাশি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমষ্টি উন্নয়ন কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে দুর্যোগের ঝুঁকি মোকাবিলায় প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য সচেতন করে তোলা যায়। এমনকি দল সমাজকর্মের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা প্রয়োগ করে দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক দল গড়ে তোলায় সমাজকর্মীরা সাহায্য করতে পারেন।

সমাজকর্মের অন্যতম সহায়ক পদ্ধতি হলো সামাজিক কার্যক্রম (Social Action)। যোগাযোগ, তথ্য ও শিক্ষামূলক প্রচারণা এবং সর্বস্তরের জনপ্রতিনিধি ও পেশাদার গ্রুপের সদস্যদের নিয়ে আইন পরিষদ গঠন প্রভৃতি সামাজিক কার্যক্রম প্রয়োগের কৌশল হিসেবে বিবেচিত হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকিহ্রাস, প্রস্তুতি ও সাড়াদান ব্যবস্থার প্রতিটি ক্ষেত্রে সামাজিক কার্যক্রমের উপরোক্ত প্রয়োগ কৌশলগুলো অনুশীলন করা যায়।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত দুর্যোগ ঘূর্ণিঝড়সহ সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ করা যায়।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১৭ নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলায় যৌতুকের জন্য নাসরিন আক্তার নামের গৃহবধূকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়। ঘটনার পর থেকে গৃহবধূর স্বামী, শ্বশুর-শ্বাশুড়ি পলাতক রয়েছে। গ্রাম বাংলায় নাসরিনের মতো অসংখ্য গৃহবধূ প্রতিদিন যৌতুকের জন্য নির্যাতন ও সহিংসতার শিকার হচ্ছে। মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘনের শিকার অজ্ঞ-অশিক্ষিত নারীরা বছরের পর বছর ধরে মানবেতর জীবনযাপন করে আসছে। *[নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ৮]*

ক. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় Focal Point মন্ত্রণালয়ের নাম কী? ১

খ. কিশোর উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনার প্রতিকারে নাসরিনের পরিবার কোন সরকারি প্রতিষ্ঠানের সহায়তা নিতে পারে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে নাসরিনের পরিবারের অধিকার সংরক্ষণে সমাজকর্মীর কী ভূমিকা থাকতে পারে— মূল্যায়ন কর। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় Focal Point মন্ত্রণালয়ের নাম হলো— দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়।

খ কিশোর অপরাধীদের সংশোধনের জন্য কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়।

শিশু আইন-১৯৭৪ অনুযায়ী, অনূর্ধ্ব ১৬ বছর বয়সের বালক-বালিকাকে কিশোর-কিশোরী বলা হয়। বিভিন্ন অপরাধে বিচারাধীন ও সাজাপ্রাপ্ত এ সকল কিশোরীদের জেলখানায় না রেখে শিশু আইনের আওতায় শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, সোস্যাল কেইস ওয়ার্ক, কাউন্সিলিং ও অন্যান্য সংশোধনী কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের সংশোধন করা এবং আর্থ-সামাজিক পুনর্বাসন করা কিশোর উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য।

গ উদ্দীপকের ঘটনার প্রতিকারে নাসরিনের পরিবার জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সহায়তা নিতে পারে।

মানুষের বিকাশ এবং স্বাধীন ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনের নিশ্চয়তায় অত্যাবশ্যকীয় সুযোগ-সুবিধাগুলোই হলো মানবাধিকার। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এই সুযোগ-সুবিধাগুলো নিশ্চিতকরণে সাহায্যার্থীকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে। উদ্দীপকে শ্বশুরবাড়ির নির্যাতনের শিকার নাসরিনেরও পরিবার এ প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নিতে পারে।

উদ্দীপকের শিশু ও নারীর প্রতি সহিংসতা, তাদের অধিকার রক্ষা এবং নির্যাতন রোধে কাজ করে। প্রকৃতপক্ষে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এক্ষেত্রে প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠানটি আইনি পদক্ষেপও গ্রহণ করে। নাসরিন নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলার গৃহবধূ। যৌতুকের দাবিতে শ্বশুরবাড়িতে তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়। গ্রামাঞ্চলসহ সারা দেশের অসংখ্য নারী প্রতিদিন নাসরিনের মতো যৌতুকের নির্মমতার শিকার হচ্ছে। এ ধরনের ঘটনায় প্রতিকারে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। উল্লেখ্য ২০০৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর প্রথম জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয়। পরবর্তীতে ২০১০ সালের ২২ জুন প্রতিষ্ঠানটি পুনর্গঠিত হয়। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে একজন চেয়ারম্যানসহ ছয়জন সদস্য রয়েছেন। তাই বলা যায়, নাসরিনের পরিবার জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সহায়তা নিতে পারেন।

ঘ উদ্দীপকের নাসরিনের পরিবারের অধিকার সংরক্ষণে অর্থাৎ মানবাধিকার উন্নয়ন ও সংরক্ষণে সমাজকর্মীর ভূমিকা অপরিসীম।

বাংলাদেশের মানবাধিকার উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সামগ্রিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজকর্মীরা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রমে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করতে পারে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি। মানবাধিকার বিষয়ক সচেতনতা ও শিক্ষামূলক কার্যক্রমে সমাজকর্মীরা অংশগ্রহণ করতে পারেন। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন শিশু অধিকার রক্ষা, বাল্যবিবাহ বন্ধ এবং নারী-পুরুষ বৈষম্য, শিশুশ্রম, নারীর প্রতি সহিংসতা, মানব পাচার এবং কিশোর অপরাধ বন্ধের জন্য বিচারকার্য বিষয়ে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। মানবাধিকার কমিশন জেলা প্রশাসনের সহায়তায় সরকারি কর্মকর্তা ও নাগরিক সমাজের সঙ্গে মানবাধিকার সচেতনতা বিষয়ে নিয়মিত মতবিনিময় করে। এসব কার্যক্রমে সমাজকর্মীরা দল সমাজকর্ম এবং সামাজিক কার্যক্রম পদ্ধতির জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগের মাধ্যমে সহায়তা করতে পারেন।

মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ক অভিযোগ ও তদন্ত কার্যক্রমে সমাজকর্মীরা তদন্তকারী দলের সদস্য হিসেবে ভূমিকা পালন করতে পারেন। অন্যদিকে, মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ক ঘটনার তথ্যাদি কমিশনের নজরে আনতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যাবলি ও ভূমিকা প্রচারের মাধ্যমে সমাজকর্মীরা ভূমিকা পালন করতে পারেন।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো মানবাধিকার বিষয়ক গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি। সমাজকর্মীরা গবেষক হিসেবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বিভিন্ন গবেষণা পরিচালনায় ভূমিকা পালন করতে পারেন।

প্রশ্ন ▶ ১৮ হুমায়ূনদের বাড়ি উপকূলীয় এলাকায়। তাদের এলাকায় প্রায়ই ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস হয়। আজ সকালে হঠাৎ তার মোবাইলে ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস জানিয়ে একটি sms আসে। sms পড়ে সে ঘূর্ণিঝড়ে বাতাসের গতিবেগ, উপকূলে আঘাত হানার সম্ভাব্য সময় ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পারে। তাদের এলাকায় বেশির ভাগ মানুষই এ ধরনের sms পড়ে না বা পড়ে বুঝতে পারে না। সমাজকর্মের ছাত্র হিসেবে তার মনে হয়, এ ধরনের কার্যক্রমে সমাজকর্মের পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়। *[সরকারি জেনারাম কলেজ, নারায়ণগঞ্জ। প্রশ্ন নং ৮]*

ক. USS এর পূর্ণরূপ লেখ। ১

খ. জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নির্যাতিতদের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে মোবাইলে হুমায়ূনের sms পাওয়া বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কোন ধরনের কার্যক্রম-ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সমাজকর্মের পদ্ধতি প্রয়োগ সম্পর্কে হুমায়ূনের মনোভাবের সাথে তুমি কি একমত? যুক্তি দাও। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক USS এর পূর্ণরূপ হলো Urban Social Service.

খ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এদেশের নির্যাতিত ও অসহায় মানুষের অভিযোগের ভিত্তিতে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

এক্ষেত্রে কমিশন নির্যাতিতদের অভিযোগ গ্রহণের পর তদন্তের মাধ্যমে মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং লঙ্ঘনকারীকে চিহ্নিত করে। এরপর কমিশন সরকারের প্রতি সুপারিশ করে অথবা সমঝোতার চেষ্টা করে। কমিশন সমঝোতা করতে সফল হলে জরিমানা ধার্য ও আদায়ের ব্যবস্থা করে। আর সমঝোতা করতে ব্যর্থ হলে কমিশন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদান করে।

গ সৃজনশীল ১৪নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১৪নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৯ নিচের প্রদত্ত বাংলাদেশের প্রচলিত একটি কর্মসূচি সম্পর্কিত ছকটি দেখ এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

[সরকারি জেনারাম কলেজ, নারায়ণগঞ্জ। প্রশ্ন নং ৭]

teachingbd24.com

ক. RSS-এর পূর্ণরূপ লেখ। ১

খ. সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. ছকে নির্দেশিত কর্মসূচির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত কর্মসূচিটি বাংলাদেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রযোজ্যতা মূল্যায়ন কর। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক RSS এর পূর্ণরূপ হলো Rural Social Service.

খ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বলতে দুর্যোগ-পূর্ব ঝুঁকি হ্রাস এবং দুর্যোগ-পরবর্তী জরুরি সাড়া প্রদানের পদ্ধতিগত কার্যক্রম গ্রহণ করাকে বোঝায়।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা একটি চলমান প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে দুর্যোগ প্রতিরোধ, ঝুঁকি প্রশমন, পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা যায়। দুর্যোগ-পূর্ব, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ-পরবর্তী যাবতীয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করাই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য।

গ উদ্দীপকে গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচির উল্লেখ করা হয়েছে; এর মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র ও অসহায় জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

গ্রামীণ সমাজসেবা বলতে সমষ্টি-উন্নয়ন পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল গ্রাম উন্নয়নমূলক কর্মসূচিকে বোঝায়। এটি একটি বহুমুখী উন্নয়ন প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের জনগণের নিজস্ব সম্পদ ও সামর্থ্যের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের চাহিদা পূরণ, সমস্যা সমাধান এবং সার্বিক কল্যাণ সাধনের প্রচেষ্টা চালানো হয়। সর্বপ্রথম ১৯৭৪ সালে এ কর্মসূচি তার কার্যক্রম শুরু করে যার ইঙ্গিত উদ্দীপকে দেওয়া হয়েছে।

গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচি গ্রামাঞ্চলের নিম্ন আয়ের জনগণ বিশেষত বেকার ও অর্ধ-বেকারদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ঋণসহ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে। এছাড়া জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে গ্রামীণ সমাজসেবা আর্থ-সামাজিক জরিপের মাধ্যমে কর্মদল গঠন করে। একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যভিত্তিক এ দলগুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করা হয়। এছাড়া এ কর্মসূচির আওতায় গ্রামীণ জনগণের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা, পুষ্টিজ্ঞান প্রদান, বিশুদ্ধ পানির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার, খাবার স্যালাইন তৈরি ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা ও সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়। এছাড়া এর আওতায় স্বল্প বা বিনামূল্যে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য রক্ষার্থে প্রতিরোধমূলক টিকাদান কর্মসূচিসহ মায়েদের প্রজনন স্বাস্থ্য নিশ্চিতের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। গ্রামীণ জনগণের অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচির আওতায় প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা চালু করা হয়। এর ফলে বয়স্ক ও কিশোর বয়সী ছেলেমেয়েদের স্বাক্ষর জ্ঞান, সাধারণ মৌলিক জ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয়। তাই বলা যায়, গ্রামাঞ্চলের অসহায় ও দুঃস্থ জনগণের ভাগ্যোন্নয়নে গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচি বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত কার্যক্রম হলো গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচি। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ কর্মসূচির কার্যকারিতা রয়েছে।

নিজস্ব সম্পদ এবং সরকারের সহায়তার মাধ্যমে গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচি পরিচালিত হয়। এক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলের দারিদ্র্য হ্রাসের লক্ষ্যে সাধারণ মানুষকে শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা, প্রশিক্ষণ ও মূলধন সরবরাহের মাধ্যমে এ সকল জনগোষ্ঠীকে স্বাবলম্বী করার জন্য ১৯৭৪ সাল থেকে গ্রামীণ সমাজসেবা অধিদপ্তর বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। যার কার্যকারিতা ধীরে ধীরে বিস্তৃত হচ্ছে।

উদ্দীপকে পল্লী মাতৃকেন্দ্রে, কমিউনিটি সেন্টার, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম প্রভৃতি গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচি পরিচালনার উল্লেখ আছে। বর্তমানে দেশের ৪৯১ টি উপজেলা এই কর্মসূচির আওতাভুক্ত। মূলত এ কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামের নিম্ন আয়ভুক্ত দরিদ্র যুবক-যুবতী বিশেষ করে নারীদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কারিগরি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এ পর্যন্ত ক্ষুদ্রব্যবসা, সেলাই, ব্লক-বাটিক, সামাজিক বনায়ন ইত্যাদিতে ১৭,৭১,৯৩৪ জন মহিলাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষিত এ মহিলারা আত্মকর্মসংস্থানের পাশাপাশি অনেক বেকার মহিলাদের কাজের ব্যবস্থাও করছেন; যার ফলে একদিকে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হচ্ছে অন্যদিকে কমছে দারিদ্র্যের হার। আবার গ্রামের দরিদ্র, ভূমিহীন, বেকার ও দুস্থ মহিলাদের পুঁজি সমস্যা সমাধানে সহায়তা করার লক্ষ্যে পল্লি এলাকায় সুদমুক্ত ঋণদান কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এসব ঋণ গ্রহীতাদের ৩ হাজার থেকে সর্বোচ্চ ৫ হাজার টাকা সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করা হয়। তবে গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচি কেবলমাত্র আত্মকর্মসংস্থান এবং ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে না। পরিবারের আকার ছোট রাখতে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ এবং গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের অবস্থার উন্নয়নের জন্যও এ কর্মসূচি কাজ করে। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা, বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া, আত্মকর্মসংস্থানমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঋণ, মূলধন দিয়ে সহায়তা করাও এ কর্মসূচির লক্ষ্য। এছাড়া এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পুষ্টিজ্ঞান, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে ধারণা প্রদান, সামাজিক বনায়নসহ মা ও শিশুসেবা, নিরাপদ পানির ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

সার্বিক আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, গ্রামে বসবাসরত জনগণের ভাগ্য উন্নয়নে গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়। সাধারণ মানুষকে উন্নয়নের স্রোতধারায় সংযুক্ত করা এবং দারিদ্র্যের মাত্রা কমিয়ে আনতে এ কর্মসূচি কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছে।

প্রশ্ন ▶ ২০ প্রিয়াংকা তার বাবা-মায়ের সাথে শহরের বস্তি এলাকায় বসবাস করে। সেখানকার পরিবেশ অত্যন্ত নোংরা। বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে নানা রকম রোগ বালাই লেগেই থাকে। অধিকাংশ দম্পত্তির অনেক সন্তান।

[আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ | প্রশ্ন নং ৮]

ক. শিশু কারা? ১

খ. কিশোর হাজত বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের প্রিয়াংকার এলাকার জন্য শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের সরকারের কোন কার্যক্রম প্রযোজ্য? নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের কার্যক্রম ছাড়াও শহর সমাজসেবার আরো কার্যক্রম রয়েছে— কথাটি বিশ্লেষণ করো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমাদের দেশের আইনে ১৬ বছরের নিচের সকল ছেলেমেয়েই শিশু।

খ কিশোর-কিশোরীর অপরাধের বিচার কার্যকাল সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত যেখানে তাদের আটক রাখা হয়, তাকে কিশোর হাজত বা আটক নিবাস বলা হয়।

দেশের প্রতিটি কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রে একটি করে আটক নিবাস রয়েছে। তাছাড়া ১৯৭৪ সালের শিশু আইনের ২০নং ধারা অনুযায়ী সরকার আটক নিবাস প্রতিষ্ঠা ও তত্ত্বাবধান করতে পারে। প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীর দ্বারা কিশোর অপরাধীরা যাতে প্রভাবিত ও হয়রানির শিকার না হয়, এজন্য তাদেরকে আলাদা রাখা হয়। কিশোর হাজতে কিশোর-কিশোরীদের শিশু সুলভ এবং স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

গ সৃজনশীল ৬নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৬নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

Teachinbook.com

প্রশ্ন ▶ ২১ কিরণ মাত্র তেরো বছর বয়সে বিভিন্ন অপরাধ কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। তার বাবা-মা অনেক চেষ্টা করেও তাকে সংশোধন করতে পারেনি। একটি অপরাধের জন্য তার বিরুদ্ধে মামলা হয়। তাকে আদালতে নেওয়া হলে বিচারক বলেন যে, তার মামলা এ আদালতে চলতে পারে না, তার জন্য বিশেষ আদালত রয়েছে।

[আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ। প্রশ্ন নং ৭]

ক. RSS-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. গ্রামীণ সমাজসেবা বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে কিরণের অপরাধের বিচারের জন্য কোন বিশেষ আদালতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. শাস্তি নয়, সংশোধনই এই ধরণের আদালতের মূল উদ্দেশ্য— ব্যাখ্যা করো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক RSS-এর পূর্ণরূপ হলো— Rural Social Service।

খ গ্রামীণ সমাজসেবা হচ্ছে সমষ্টি-উন্নয়ন পদ্ধতির ওপর ভিত্তিশীল একটি গ্রাম উন্নয়নমূলক কর্মসূচি।

গ্রামীণ সমাজসেবা একটি বহুমুখী উন্নয়ন প্রক্রিয়া। যার মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের নিজস্ব সম্পদ ও সামর্থ্যের সদ্ব্যবহার করে তাদের চাহিদা পূরণ, সমস্যা সমাধান এবং সার্বিক কল্যাণ সাধনের প্রচেষ্টা চালানো হয়।

গ সৃজনশীল ২নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২২ রয়েল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজকর্ম বিষয়ে লেখাপড়া শেষ করে বর্তমানে সরকারি সমাজসেবা বিভাগের অধীনে চাকরি করেন। তিনি উপজেলা সমাজসেবা অফিসার হিসেবে পল্লি অঞ্চলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় আনয়নের জন্য কাজ করছেন।

[শাহ মখদুম কলেজ, রাজশাহী। প্রশ্ন নং ৫]

ক. কিশোর আদালত কোথায় প্রতিষ্ঠা করা হয়? ১

খ. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে জনাব রয়েল বাংলাদেশের কোন সরকারি সমাজসেবা কার্যক্রমে কাজ করছেন? নিরূপণ কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে রয়েল তার কাজে অর্জিত পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা কীভাবে কাজে লাগাতে পারেন? বিশ্লেষণ কর। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কিশোর আদালত—গাজীপুর জেলার টঙ্গীতে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

খ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বলতে এমন এক কার্যক্রমকে বোঝায়, যার মাধ্যমে ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে দুর্যোগ প্রতিরোধ, প্রশমন, প্রস্তুতি গ্রহণ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার সুষ্ঠু প্রয়োগ করে পরিস্থিতি উন্নয়ন সাধনের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া।

গ মিলন সাহেব গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত। কারণ গ্রামীণ দুঃস্থ, দরিদ্র, ভূমিহীনদের জীবনমানের উন্নয়নে উপজেলা সমাজসেবা কর্তৃক পরিচালিত কর্মসূচিই হচ্ছে গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রম। গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রম যেসব উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়ে থাকে তা হলো—

১. আর্থ-সামাজিক জরিপের মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্ত (অসুবিধাগ্রস্ত ও উপেক্ষিত) জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিতকরণ, যাতে গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচির আওতায় তাদের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। ২. গ্রামের দরিদ্র ভূমিহীন কৃষক, বেকার, দরিদ্র মহিলাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের উপার্জনক্ষম করে তোলার পাশাপাশি গ্রামীণ অর্থনীতির কাঠামো সুদৃঢ় করার জন্য কুটির শিল্পের প্রসারে সহায়তা করা। ৩. গ্রামের সক্ষম দম্পতিদের পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা। ৪. নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা দূরীকরণে প্রাতিষ্ঠানিক, অপ্রাতিষ্ঠানিক ও শিক্ষা কর্মসূচি পরিচালনা করার মাধ্যমে গ্রামের জনগণকে স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি সচেতন করে তোলা। ৫. শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং অক্ষমদের জন্যে বিভিন্ন কল্যাণমূলক ও পুনর্বাসন কর্মসূচি গ্রহণ করা যাতে করে সামগ্রিকভাবে গ্রামীণ সুবিধাবঞ্চিত লোকদের ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটে।

ঘ উদ্দীপকের রয়েল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজকর্ম বিষয়ে লেখাপড়া শেষ করে বর্তমানে সরকারি সমাজসেবা বিভাগে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি তার অর্জিত পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা নিম্নোক্তভাবে কাজে লাগাতে পারেন।

গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত উপজেলা সমাজসেবা অফিসার মূলত একজন সমষ্টি উন্নয়নকর্মী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি এলাকায় একজন পরিবর্তন প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন। তিনি সাক্ষাৎকার, আলোচনা, দলীয় আলোচনা জরিপ ও অন্যান্য পদক্ষেপের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের চাহিদা, সমস্যা ও সম্পদ চিহ্নিত করে থাকেন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন ধরনের সংগঠন যেমন— মাদারস ক্লাব, যুবকল্যাণ সমিতি, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র, শিশুকল্যাণ কেন্দ্র, ভূমিহীন সমিতি, ক্ষুদ্র সমবায় সমিতি প্রভৃতি গঠনের মাধ্যমে অসংগঠিত করেন। কারণ সংগঠিত জনশক্তিই সমষ্টি উন্নয়নের পূর্বশর্ত। এর পাশাপাশি তিনি সাধারণ জনগণের মধ্য থেকে নেতা নির্বাচিত করে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দিয়ে ও তত্ত্বাবধান করে নেতৃত্বের বিকাশ সাধন করেন।

গ্রামীণ জনগণের সাথে পেশাগত সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে তিনি গ্রামীণ জনগণকে কুসংস্কার ও অদৃষ্টবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে উন্নত জীবনধারণের অনুকূল মানসিকতা গড়ে তুলতে সাহায্য করেন। এছাড়া গ্রামাঞ্চলে সমাজসেবা কার্যক্রমকে গতিশীল করতে তিনি গ্রামে কর্মরত বিভিন্ন শক্তি কাঠামো প্রচারমাধ্যম, বিভিন্ন সংগঠন, বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষকদের সামাজিক কার্যক্রমে, সম্পৃক্ত করেন। পরিশেষে বলা যায়, উপজেলা সমাজসেবক অফিসার গ্রামীণ জনগণের সাথে পেশাগত সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে তাদেরকে সংগঠিত করে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় আনায়নের কাজ করেন।

প্রশ্ন ▶ ২৩ জামিল একটি এনজিওতে চাকরি করে। তার প্রতিষ্ঠানে দশ থেকে বেশি বয়সের ছেলেমেয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ঐ সকল ছেলেমেয়েরা কোন না কোন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। তারপর তাদেরকে সমাজে পুনর্বাসিত করার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তারা সমাজে পুনর্বাসিত হয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

[ঈশ্বরদী মহিলা কলেজ, পাবনা। প্রশ্ন নং ৬]

ক. ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতার নাম কী? ১

খ. গ্রামীণ ব্যাংকের মূল কাজ কী? ২

গ. উদ্দীপকে জামিল কোন প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব আলোচনা কর। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতার নাম ফজলে হাসান আবেদ।

খ গ্রামীণ ব্যাংকের মূল কাজ হলো দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা।

গ্রামীণ ব্যাংক হলো ক্ষুদ্রঋণ লগ্নিকারী একটি স্বায়ত্তশাসিত ব্যাংক। এটি গ্রামাঞ্চলের অতি দরিদ্র ও ভূমিহীনদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে। ঋণ দেওয়ার সময় তারা ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে কোনো জামানত নেয় না; তবে ঋণের সঠিক ব্যবহার হচ্ছে কি না সে বিষয়ে তদারকি করে থাকে। এভাবে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নই ব্যাংকটির ঘোষিত মূল লক্ষ্য।

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত কার্যক্রম বিশ্লেষণ করে বলা যায়, জামিল বাংলাদেশের একটি এনজিও ইউসেপ (UCEP- Underprevileged Children's Educational Programs)-এ চাকরি করেন।

ইউসেপ প্রতিষ্ঠানটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিশু-কিশোরদের ভাগ্য উন্নয়নে প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। বাংলাদেশের শহর এলাকার শ্রমজীবী কিশোর-কিশোরীদের অবস্থার উন্নয়নে কাজ করে প্রতিষ্ঠানটি। উদ্দীপকেও এধরনের কার্যক্রমের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

জামিলের প্রতিষ্ঠানে ১০ বছরের বেশি বয়সের শ্রমজীবি ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিষ্ঠানটিতে এ ছেলেমেয়েদেরকে সামাজিকভাবে পুনর্বাসনের জন্য বিভিন্ন কর্মমুখী প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়। প্রতিষ্ঠানটির এ কার্যক্রম ইউসেপের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। ইউসেপের লক্ষ্যভুক্ত শিশু-কিশোর-কিশোরীদের বেশিরভাগ গৃহভৃত্য, ফেরিওয়ালা, খবরের কাগজ বিক্রেতা, হোটেল বয়, রিক্সাচালক, কাঁচামাল বিক্রেতা, কারখানার কর্মী, জুতা পালিশকারী ইত্যাদি। ইউসেপও এ ছেলেমেয়েদের প্রথমত ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষা দেয়, তারপর তাদেরকে মেধা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটির কারিগরি শিক্ষায়তনে ভর্তির সুযোগ দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে পড়াশোনা শেষ করার পর তারা ইউসেপের তত্ত্বাবধানে সংশ্লিষ্ট কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ পায়। এভাবে প্রতিষ্ঠানটি শ্রমজীবি কিশোর-কিশোরীদের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করছে।

ঘ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উদ্দীপকে উল্লেখিত এনজিও ইউসেপ ও এ ধরনের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অপরিসীম।

কোনো দেশের ধারাবাহিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন সেদেশের সামাজিক জীবনমানেরও উন্নয়ন ঘটায়। তবে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা জরুরি। এক্ষেত্রে ইউসেপ কার্যকর ভূমিকা রেখে চলেছে।

ইউসেপের কার্যক্রম মূল্যায়ন করলে দেখা যায়, তারা শহরাঞ্চলের শ্রমজীবী কিশোর-কিশোরীদের টার্গেট গ্রুপ হিসেবে চিহ্নিত করে কাজ করছে। এরা শিক্ষার সুযোগসহ অন্যান্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত। তাদের দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হলে তা জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখবে। এ লক্ষ্যে ইউসেপ ওই বঞ্চিত শিশুকিশোরদের জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করছে। সেইসাথে তাদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও করছে। ফলে বেশ কিছুসংখ্যক অনগ্রসর শিশুকিশোর নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখতে সমর্থ হচ্ছে। তাদের শিক্ষার আলো পাওয়া ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেশকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে কিছুটা হলেও সাহায্য করছে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইউসেপের ভূমিকা ও কার্যক্রম নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

প্রশ্ন ▶ ২৪ মিসেস হোসেন সমাজসেবা বিভাগের পরিচালকের দায়িত্বে থাকাকালীন লক্ষ করলেন, আমাদের দেশে ১৯৫৫ সাল থেকে শহরের ছিন্নমূল দরিদ্রদের জন্য সরকারি সমাজসেবা কার্যক্রম থাকলেও গ্রামের মানুষের জন্য এ ধরনের কর্মসূচি নেই, সেজন্য তিনি গ্রামের অতিদরিদ্র নারী-পুরুষের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণসহ বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেন। যেগুলো গ্রামের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। *[দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ৬]*

ক. গ্রামীণ সমাজ সেবা কার্যক্রম শুরু হয় কবে? ১

খ. কিশোর আদালত বলতে কী বোঝ? ২

গ. মিসেস হোসেন কোন বিশেষ সরকারি কর্মসূচি চালু করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে যে কার্যক্রমের আভাস পাওয়া যায় গ্রামীণ উন্নয়নে তার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭৪ সালে গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রম শুরু হয়।

খ কিশোর অপরাধীদের বিচারের জন্য প্রতিষ্ঠিত বিশেষ ধরনের আদালতকেই কিশোর আদালত বলা হয়।

১৯৭৪ সালের শিশু আইনের মাধ্যমে কিশোর আদালত স্থাপনের বিধান রাখা হয়। এ আদালতের লক্ষ্য হলো কিশোরদের আচরণ সংশোধন করা। কিশোর আদালত মূলত অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত কোনো শিশুর মামলার বিচার করে। এক্ষেত্রে কিশোর আদালতের বিচারকার্য সম্পূর্ণ ঘরোয়া পরিবেশে মাতাপিতা এবং অভিভাবকদের উপস্থিতিতে সম্পন্ন করার বিধান রাখা হয়েছে।

গ মিসেস হোসেন গ্রামীণ সমাজসেবা নামক সরকারি কর্মসূচি চালু করেন।

গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রম হলো একটি উন্নয়নমূলক বহুমুখী প্রক্রিয়া, গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য এই প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়। গ্রামীণ সমাজসেবার অন্যতম কার্যক্রম হলো বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি। উদ্দীপকেও এ কার্যক্রম দুটি উল্লেখ করা হয়েছে।

উদ্দীপকে মিসেস হোসেন গ্রামের বেকার ও অতিদরিদ্র নারী-পুরুষের জন্য ক্ষুদ্রঋণ, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণসহ বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেন। এ সকল কর্মসূচি ও প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে তারা নিজেরাই নিজেদের অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হয়। যা গ্রামের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। এক্ষেত্রে জনগণের নিজস্ব সম্পদ এবং সরকারি আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় সমষ্টির উন্নয়নে কর্মসূচি সম্পাদন করা হয়ে থাকে। এসকল কার্যক্রম দ্বারা সরকারি সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ সমাজসেবাকে নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, গ্রামীণ সমাজ সেবা প্রতিষ্ঠান ভূমিহীন ও অসুবিধাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে প্রতিভা বিকাশ, নেতৃত্ব প্রদান ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে তার কর্মসূচি পরিচালনা করে।

ঘ উদ্দীপকের কার্যক্রম অর্থাৎ গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রমে গ্রামীণ হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এর ভূমিকা অপরিসীম।

বর্তমানে দেশের ৪৯১ টি উপজেলা এই কর্মসূচির আওতাভুক্ত এবং এর আওতায় উপকৃত পরিবারের সংখ্যা ২৪.৫ লক্ষ। মূলত এ কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামের নিম্ন আয়ভুক্ত দরিদ্র যুবক-যুবতী বিশেষ করে নারীদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে করিগরি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এ পর্যন্ত ক্ষুদ্রব্যবসা, সেলাই, ব্লক-বাটিক সামাজিক বনায়ন ইত্যাদিতে ১৭,৭১,৯৩৪ জন মহিলাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষিত এ মহিলারা আত্মকর্মসংস্থানের পাশাপাশি অনেক বেকার মহিলাদের কাজের ব্যবস্থাও করছেন; যার ফলে একদিকে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হচ্ছে অন্যদিকে কমছে দারিদ্র্যের হার। আবার গ্রামের দরিদ্র, ভূমিহীন, বেকার ও দুস্থ মহিলাদের দুটি সমস্যা সমাধানে সহায়তা করার লক্ষ্যে পল্লি এলাকায় সুদমুক্ত ঋণদান কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এসব ঋণগ্রহীতাদের ৩ হাজার থেকে সর্বোচ্চ ৫ হাজার টাকা সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করা হয়। তবে গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচি কেবলমাত্র আত্মকর্মসংস্থান এবং ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে না। পরিবারের আকার ছোট রাখতে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ এবং গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের অবস্থার উন্নয়নের জন্যও এ কর্মসূচি কাজ করে। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা, বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া, আত্মকর্মসংস্থানমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঋণ, মূলধন দিয়ে সহায়তা করাও এ কর্মসূচির লক্ষ্য। এছাড়াও এ কর্মসূচির আওতায় আরও বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

উদ্দীপকেও মিসেস হোসেনের নেতৃত্বে গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এখানেও গ্রামের দরিদ্র নারী-পুরুষের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণসহ বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। যা গ্রামের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। এ থেকে বোঝা যায়, উদ্দীপকের এ সকল কার্যক্রম গ্রামীণ সমাজসেবারই প্রতিচ্ছবি।

সুতরাং বলা যায়, গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়ন কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

প্রশ্ন ▶ ২৫ জনাব রহমান সমাজসেবা কর্মকর্তা থাকাকালে ১৯৫৫ সাল হতে শহরের দরিদ্র ও বস্তিবাসী অতি দরিদ্র নারী ও পুরুষের জন্য ক্ষুদ্র, ঋণ, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণসহ বহু সমাজসেবামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে কাজ করেন। বর্তমানে তিনি পেনশনে আছেন।

[চাঁদপুর সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নং ৬]

ক. UNESCO-এর সদর দপ্তর কোথায়? ১

খ. কিশোর আদালত বলতে কী বোঝায়? ২

গ. জনাব রহমান কোন বিশেষ সরকারি কর্মসূচি নিয়ে কাজ করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে শহরবাসীর উন্নয়নে উক্ত কর্মসূচি কীভাবে ভূমিকা রাখে ব্যাখ্যা করো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক UNESCO এর সদর দপ্তর ফ্রান্সের প্যারিসে অবস্থিত।

খ কিশোর অপরাধীদের বিচারের জন্য প্রতিষ্ঠিত বিশেষ ধরনের আদালতকেই কিশোর আদালত বলা হয়।

১৯৭৪ সালের শিশু আইনের মাধ্যমে কিশোর অপরাধীদের বিচারের জন্য কিশোর আদালত স্থাপনের বিধান রাখা হয়। এ আদালত কিশোর অপরাধীর অপরাধের কারণ বিশ্লেষণ করে তাদের পুনর্বাসন ও সংশোধনের চেষ্টা করে। এ আদালত মূলত অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত শিশু-কিশোরদের বিচার করে। কিশোর আদালতের বিচারকার্য সম্পূর্ণ ঘরোয়া পরিবেশে অপরাধীর অভিভাবক ও আত্মীয়-স্বজনের উপস্থিতিতে সম্পন্ন করা হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত কার্যক্রম বিশ্লেষণ করে বলা যায়, জনাব রহমান শহর সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেন।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদপ্তরের দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমগুলোর মধ্যে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম অন্যতম। বাংলাদেশ সরকার শহর এলাকার মানুষের সার্বিক উন্নয়নে এ বিষয়টির ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। আর সরকারের একজন কর্মচারী হিসেবে জনাব রহমান শহর সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নে কাজ করেছেন।

জনাব রহমান পরিচালিত কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম হলো বস্তিবাসীদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং স্থানান্তরিতদের নিজ বাড়িতে অর্থাৎ গ্রামে ফিরে যেতে উদ্বুদ্ধকরণ। এ দুটি কার্যক্রম থেকে সুস্পষ্ট যে, তিনি শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের সাথে জড়িত। তিনি শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানে সুদমুক্ত ঋণদান কর্মসূচি পরিচালনা করেন। এর ফলে তারা সহজেই স্বাবলম্বী হতে পারবে। তাঁর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে বিপন্ন পরিবেশে বিশেষ করে বস্তিতে বসবাসরত শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির মানোন্নয়ন। তাছাড়া তিনি শহরবাসীদের সার্বিক জীবনমান উন্নয়নে স্থানীয় নেতৃত্বে বিকাশ সাধনের চেষ্টা করেন। আর এ সকল কার্যক্রম সরকার কর্তৃক গৃহীত শহর সমাজসেবা কার্যক্রমেরই প্রতিফলন।

ঘ শহর এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নানা ধরনের কার্যক্রম গ্রহণের মধ্যে উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত শহর সমাজসেবা কর্মসূচি শহরবাসীর উন্নয়নে ভূমিকা রাখে।

বর্তমানে বাংলাদেশের শহর এলাকার আর্থ-সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় শহর সমাজসেবা প্রকল্প কার্যকর এবং যুগোপযোগী ভূমিকা পালন করছে। সরকারি উদ্যোগে পরিচালিত এ কার্যক্রম বর্তমান যুগের চাহিদা ও প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে শহর এলাকার দরিদ্র মানুষের কল্যাণে ভূমিকা পালন করছে।

যেকোনো কাজের সফলতার জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ অত্যাবশ্যক। শহর সমাজসেবা কার্যক্রম শহর এলাকার জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে। শহুরে জনগণের প্রয়োজন, সমস্যা, সম্পদ, সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে ব্যাপক তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করে। এছাড়া শহর এলাকার ঘনবসতির কারণে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। শহর সমাজসেবা কার্যক্রম সেসব সমস্যা অন্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়ার আগেই স্থানীয়ভাবে তা মোকাবিলা করার প্রচেষ্টা চালায়। বাসস্থানের স্বল্পতা, বেকারত্ব, অপরাধপ্রবণতা প্রভৃতি সমস্যা বাংলাদেশের শহুরে এলাকায় স্বাভাবিক ঘটনা। এসব সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে এ কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শহর সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচির লক্ষ্য হচ্ছে সরকারি সম্পদ ও প্রচেষ্টার সাথে জনগণের সম্পদ ও উদ্যোগ সম্পৃক্ত করে তাদের নিজস্ব সম্পদের সদ্ব্যবহার করা। যা এ কর্মসূচির প্রয়োজনীয়তাকে বহুলাংশে বাড়িয়ে তোলে। পরিশেষে বলা যায়, দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত শ্রেণির অধিকার রক্ষা ও উন্নয়নের মাধ্যমে শহরের সার্বিক উন্নয়নে/শহর সমাজসেবা কার্যক্রম কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

প্রশ্ন ▶ ২৬ জনাব রফিক এমন একটি সংস্থায় কাজ করেন যেখানে তিনি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক অপরাধীদের নির্যাতন, নিপীড়ন ও বিনা বিচারে হত্যাকাণ্ড বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ এবং এগুলোর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। তার সংস্থার মূলনীতি হচ্ছে, অপরাধীকে নির্যাতন, নিপীড়ন, শোষণ, জুলুম করাও আরেকটি অপরাধ এবং প্রতিটি অপরাধীর ন্যায়বিচার প্রাপ্তি তার জন্মগত অধিকার। *[চাঁদপুর সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নং ১০]*

ক. ব্রিটিশ শাসিত বাংলাদেশে সরকারি পর্যায়ে কবে সমাজসেবা কার্যক্রমের সূত্রপাত ঘটে? ১

খ. গ্রামীণ সমাজসেবার ধারণা দাও। ২

গ. উদ্দীপকে জনাব রফিক কোন সংস্থার সাথে জড়িত? আলোচনা করো। ৩

ঘ. উক্ত সংস্থার কার্যক্রম পরিচালনায় সমাজকর্মীর ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৪০ সালে ব্রিটিশ শাসিত বাংলাদেশে সরকারি পর্যায়ে সমাজসেবা কার্যক্রমের সূত্রপাত ঘটে।

খ গ্রামীণ সমাজসেবা হচ্ছে সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতির ওপর ভিত্তিশীল একটি গ্রাম উন্নয়নমূলক কর্মসূচি।

গ্রামীণ সমাজসেবা একটি বহুমুখী উন্নয়ন প্রক্রিয়া। যার মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের নিজস্ব সম্পদ ও সামর্থ্যের সদ্ব্যবহার করে তাদের চাহিদা পূরণ, সমস্যা সমাধান এবং সার্বিক কল্যাণ সাধনের প্রচেষ্টা চালানো হয়।

গ উদ্দীপকের জনাব রফিক জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাথে জড়িত।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন হচ্ছে বাংলাদেশ সরকারের আইনের মাধ্যমে গঠিত জনগণের মানবাধিকার সুরক্ষা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা এবং এ ব্যাপারে সরকারকে সুপারিশ ও পরামর্শ প্রদানে নিয়মিত একটি সংস্থা। এ সংস্থাটি অন্যায়ের শিকার হওয়া জনগোষ্ঠীকে আইনি সহায়তা দিয়ে থাকে। এ কমিশনের টার্গেট গ্রুপ হচ্ছে নির্যাতিত শ্রেণি, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক বেআইনিভাবে আটককৃত ও অত্যাচারের শিকার রাজবন্দিসহ যেকোনো ধরনের অত্যাচার নির্যাতনের শিকার

Teachingbd.com

নারী, শিশু ও পেশাজীবী জনগোষ্ঠী। সংস্থাটি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার উপর সরেজমিনে ও নিরপেক্ষভাবে অনুসন্ধান চালিয়ে তথ্য সংগ্রহ করে এবং এগুলোর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। সংস্থাটি অপরাধীদের বেআইনিভাবে নির্যাতনের বিরোধী এবং এটি মনে করে প্রতিটি অপরাধীর ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

উদ্দীপকের জনাব রফিক এমন একটি সংস্থায় কাজ করেন যেখানে তিনি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক অপরাধীদের নির্যাতন, নিপীড়ন, বিনা বিচারে হত্যাকাণ্ড বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করেন ও সেগুলোর প্রতিবাদ জানান। যা উপরে বর্ণিত জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রম। এছাড়া তার সংস্থার মূলনীতিও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, জনাব রফিকের সংস্থাটি হলো জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।

গ উক্ত সংস্থার অর্থাৎ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রম পরিচালনায় সমাজকর্মীর ভূমিকা অপরিসীম।

বাংলাদেশের মানবাধিকার উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সামগ্রিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজকর্মীরা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রমে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করতে পারে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি। মানবাধিকার বিষয়ক সচেতনতা ও শিক্ষামূলক কার্যক্রমে সমাজকর্মীরা অংশগ্রহণ করতে পারেন। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন শিশু অধিকার রক্ষা, বাল্যবিবাহ বন্ধ এবং নারী-পুরুষ বৈষম্য, শিশুশ্রম, নারীর প্রতি সহিংসতা, মানব পাচার এবং কিশোর অপরাধ বন্ধের জন্য বিচারকার্য বিষয়ে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। মানবাধিকার কমিশন জেলা প্রশাসনের সহায়তায় সরকারি কর্মকর্তা ও নাগরিক সমাজের সঙ্গে মানবাধিকার সচেতনতা বিষয়ে নিয়মিত মতবিনিময় করে। এসব কার্যক্রমে সমাজকর্মীরা দল সমাজকর্ম এবং সামাজিক কার্যক্রম পদ্ধতির জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগের মাধ্যমে সহায়তা করতে পারেন।

মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ক অভিযোগ ও তদন্ত কার্যক্রমে সমাজকর্মীরা তদন্তকারী দলের সদস্য হিসেবে ভূমিকা পালন করতে পারেন। অন্যদিকে, মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ক ঘটনার তথ্যাদি কমিশনের নজরে আনতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যাবলি ও ভূমিকা প্রচারের মাধ্যমে সমাজকর্মীরা ভূমিকা পালন করতে পারেন।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো মানবাধিকার বিষয়ক গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি। সমাজকর্মীরা গবেষক হিসেবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বিভিন্ন গবেষণা পরিচালনায় ভূমিকা পালন করতে পারেন।

প্রশ্ন ▶ ২৭ ১৪ বছর বয়সী স্বপ্না ঢাকায় একটি বাড়িতে গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করতো। বাসার গৃহকর্ত্রী তাকে নানা কারণে বিভিন্নভাবে শারীরিক নির্যাতন করতো। একদিন সইতে না পেরে স্বপ্না গৃহকর্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা করে। স্বপ্না আদালতে দোষী সাব্যস্ত হলে তাকে সংশোধন এবং উন্নয়নে জয়দেবপুরের কোনাবাড়িতে অবস্থিত একটি প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয়। *[অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, কুমিল্লা। প্রশ্ন নং ৯]*

ক. প্রশমন কী? ১

খ. বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রম আলোচনা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্যগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ বিশ্লেষণ করো। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুর্যোগের দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি হ্রাস করার উদ্দেশ্যে গৃহীত পদক্ষেপকে প্রশমন বলে।

খ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন যেকোনো ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত অপরাধ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কাজ করে থাকে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন জেলখানা, থানা হেফাজত ইত্যাদি পরিদর্শন করে তার উন্নয়নের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করে। এছাড়া কমিশন মানবাধিকার বিষয়ে গবেষণা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ এবং অনুরূপ অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করে এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রকাশ ও প্রচার করে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের সাথে দেশীয় আইনের সামঞ্জস্য বিধানে ভূমিকা রাখে এ কমিশন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটি হলো কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র।

কিশোর অপরাধীদের বিচার এবং তাদের আচরণ সংশোধনের জন্য কিশোর আদালত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ আদালতে কিশোর-কিশোরীদের অপরাধের কারণ বিশ্লেষণ করে তাদের পুনর্বাসন ও সংশোধনের প্রচেষ্টা চালানো হয়।

১৪ বছর বয়সের কিশোরী স্বপ্না আদালতে দোষী সাব্যস্ত হলে তাকে সংশোধন ও উন্নয়নের জন্য জয়দেবপুর কোনাবাড়িতে অবস্থিত একটি প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয়, যা কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রকে নির্দেশ করে। মানবিকতার সাথে আদালতের রায় প্রতিপালন করা, সমাজের অন্যান্য সদস্যদের পাশাপাশি কিশোরদের সুযোগ-সুবিধা এবং অধিকার রক্ষা করা এ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য। কিশোরদের সংশোধনের প্রক্রিয়ায় তার পরিবার ও সমাজকে গুরুত্ব প্রদান করা, প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদের সংস্পর্শ থেকে সরিয়ে ভিন্ন স্থানে রেখে কিশোরদের সংশোধন করা সংস্থাটির অন্যতম লক্ষ্য। কিশোর-কিশোরীদের সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বৃত্তিমূলক নানা ধরনের প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্ম-উপযোগী করে গড়ে তোলা এবং ভবিষ্যতে তারা যাতে পুনরায় অপরাধে না জড়ায় সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম উদ্দেশ্য।

ঘ কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির বহুমুখী প্রয়োগ ঘটানো যায়।

কিশোর অপরাধীদের অপরাধ সংশোধন করে তাদেরকে সমাজের সাধারণ মানুষের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্যই মূলত কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিশোর বয়সের ছেলে-মেয়েরা না বুঝে অন্যের প্ররোচনায় অথবা আবেগের বশে বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কাজে সংশ্লিষ্ট হয়। তাদেরকে শাস্তির পরিবর্তে সংশোধন করার লক্ষ্যে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র কতগুলো কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এসব কার্যক্রমে সমাজকর্মের নানাবিধ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। এখানে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির ব্যবহারই বেশি হয়। কোনো কিশোরের অপরাধের কারণ উদঘাটন থেকে শুরু করে তার সংশোধন ও পুর্নবাসন কার্যক্রম পর্যন্ত সবক্ষেত্রে ব্যক্তি সমাজকর্মের নীতিমালা অনুসরণ করা হয়। এছাড়া অভিযুক্ত কিশোর সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য অনুসন্ধানের জন্য সমাজকর্মী Case Study করতে পারেন। এক্ষেত্রে বেশ কিছু প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। যেমন— Study, Diagnosis, Treatment, Evaluation প্রভৃতি। এছাড়া Prognosis, Referral, Follow-up ইত্যাদি প্রক্রিয়াও কিশোর-কিশোরীর উন্নয়নে ব্যবহার হয়ে থাকে।

পরিশেষে বলা যায়, কিশোর অপরাধীরা মূলত বয়সজনিত অপরিপক্কতার কারণে নানা রকম নেতিবাচক কাজে জড়িয়ে পড়ে। তাদেরকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে সংশোধন প্রতিষ্ঠানে সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা আছে।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২৮ ১৪ বছর বয়সী সাবিনা গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করার সময় গৃহকর্ত্রী কারণে অকারণে সাবিনাকে বিভিন্নভাবে শারীরিক নির্যাতন করতো। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে একদিন কর্ত্রীর স্বর্ণালংকার ও টাকা নিয়ে উধাও হয়। আদালতে সাবিনা দোষী সাব্যস্ত হলে তাকে সংশোধন ও জয়দেবপুরের কোনাবাড়ীতে অবস্থিত একটি প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয়। *[চাঁদপুর সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নং ৭]*

ক. WHO-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. দুর্যোগ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে কোন প্রতিষ্ঠানকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ দেখাও। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক WHO এর পূর্ণরূপ হলো World Health Organization.

খ দুর্যোগ বলতে প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট বিপর্যয়কে বোঝায়।

কোনো প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট অবস্থা যখন অস্বাভাবিক ও অসহনীয় পরিবেশের সৃষ্টি করে এবং এর ফলে শস্য ও সম্পদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি ও ব্যাপক প্রাণহানি ঘটে, পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন তাকে দুর্যোগ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, খরা, সুনামি, যুদ্ধবিগ্রহ, বনভূমি বিনাশ প্রভৃতি দুর্যোগের উদাহরণ। দুর্যোগ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করে তোলে।

গ সৃজনশীল ২৭নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২৭নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৯ রুমানা শহরের বস্তি এলাকায় বাস করে। একই ঘরের দুটি কক্ষে তারা বাবা-মা, এক ভাই ও ছয় বোন গাদাগাদি করে থাকে। অস্বাস্থ্যকর নোংরা পরিবেশ, সুপেয় পানীয় জলের অভাব, খোলা নর্দমা ইত্যাদি রোগবালাই লেগেই থাকে। ন্যূনতম মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে তারা অপরাগ এবং উদাসীন। *[নওয়াব ফয়জুন্নেছা সরকারি কলেজ, কুমিল্লা। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. AIDS কী? ১

খ. জনসংখ্যার আধিক্যের কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে রুমানার জন্য সরকারের কোন কর্মসূচি আছে কি? থাকলে তা নির্ণয় করো। ৩

ঘ. সরকারের এই কার্যক্রমই রুমানাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে— তোমার মতামত দাও। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক AIDS একটি মারাত্মক মরণব্যাধি যা HIV ভাইরাস সংক্রমণের মাধ্যমে মানবদেহে প্রবেশ করে।

খ জনসংখ্যা আধিক্যের প্রধান কারণ হলো দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির পেছনে একক কোনো কারণ দায়ী নয়। বরং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ইত্যাদি কারণে জনসংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এছাড়া ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ুর প্রভাব এর জন্য দায়ী। যার কারণে অতি অল্প বয়সে ছেলেমেয়েরা যৌবনপ্রাপ্ত হয় যা অধিক জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য কারণ। পাশাপাশি বাল্যবিবাহ বহুবিবাহ, শিক্ষার অভাব, দারিদ্র্যতা, বেকারত্ব, ধর্মের প্রভাবসহ বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কারণ জড়িত।

গ উদ্দীপকে রুমানার জন্য সরকারের শহর সমাজসেবা কার্যক্রম রয়েছে।

শহর সমাজসেবা কার্যক্রম মূলত শহরের দরিদ্র ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠী বিশেষ করে বস্তি এলাকার মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়। শহর সমাজসেবা হলো শহরে বসবাসরত জনগোষ্ঠী এবং সরকারের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় পরিচালিত একটি কার্যক্রম। শহরবাসীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ঢাকা শহরের বস্তিতে রুমানা তার বাবা-মা, ভাই-বোন নিয়ে থাকে। মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে তার অপারগ, শহর সমাজসেবা কার্যক্রম শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং তাদের আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

ঘ শহর সমাজসেবা একটি বহুমুখী কর্মসূচি। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শহর এলাকায় বসবাসরত বঞ্চিত ও দরিদ্র শ্রেণির আর্থ-সামাজিক ও জীবনমানের উন্নয়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়ন সাধন করা। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার অজ্ঞ জনগণকে নানামুখী শিক্ষা প্রদান করা হয়। এ সকল শিক্ষার মধ্যে রয়েছে বয়স্ক শিক্ষা, ধর্মীয় ও সামাজিক শিক্ষা, প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে শিক্ষাদান ইত্যাদি।

শহর সমাজসেবা কমসূচির ঋণদান কার্যক্রমের মাধ্যমে শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয়ের পথ সৃষ্টি করা হয়। এছাড়া শহর সমাজসেবার অন্যতম একটি কর্মসূচি হচ্ছে পরিবেশের উন্নয়ন। এক্ষেত্রে স্বেচ্ছা শ্রমের মাধ্যমে রাস্তাঘাট তৈরি, খাল খনন করা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এছাড়া স্বাস্থ্য বিষয়ে শহরবাসীদের সচেতন তা বৃদ্ধি করে ও প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য নানা ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা যায়। এ সকল কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন, রোগ প্রতিরোধমূলক টিকা ও ইনজেকশন প্রদান, মাতৃমঙ্গল ও শিশু স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পুষ্টি কার্যক্রম ইত্যাদি। এছাড়া শহরের নিম্নবিত্তদের পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দান ও সচেতন করা, প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলা শহর সমাজসেবার অন্যতম উদ্দেশ্য।

পরিশেষে বলা যায়, নানাবিধ উদ্দেশ্য নিয়ে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ৩০ বাংলাদেশ সরকার বস্তিবাসী জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে একটি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এদেশে সমাজকর্ম পেশার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের সাথে কার্যক্রমটির যোগসূত্র রয়েছে। বর্তমানে এ কার্যক্রমটি দেশের ৬৪টি জেলার ৮০টি ইউনিটের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সমষ্টি উন্নয়ন কার্যক্রম। *[বাংলাদেশ নৌবাহিনী কলেজ, চট্টগ্রাম। প্রশ্ন নং ৭]*

ক. SOD-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. মানবাধিকার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে যে সমষ্টি উন্নয়ন কার্যক্রমের ইঙ্গিত করা হয়েছে সেটির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য চিহ্নিত করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কার্যক্রমটি তাৎপর্যপূর্ণ। উক্তিটি উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক SOD-এর পূর্ণরূপ হলো— Standing Order on Disaster।

খ মানুষ যেসব অধিকার ছাড়া মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকতে পারে না সেই অধিকারগুলোকেই মানবাধিকার বলা হয়।

মানুষের বিকাশ, স্বাধীন ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনের নিশ্চয়তার জন্য কিছু সুযোগ-সুবিধা পূরণ হওয়া আবশ্যক। মানুষের এই অত্যাবশ্যকীয় সুযোগ-সুবিধাগুলোই হলো মানবাধিকার। যেমন— চলাফেরার অধিকার, কথা বলার অধিকার প্রভৃতি মানুষের অন্যতম মানবাধিকার।

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে বস্তি এলাকার নানাবিধ সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশ সরকারের শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের কথা বলা হয়েছে।

শহর সমাজসেবা একটি বহুমুখী কর্মসূচি। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শহর এলাকায় বসবাসরত বঞ্চিত ও দরিদ্র শ্রেণির আর্থ-সামাজিক ও জীবনমানের উন্নয়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়ন সাধন করা। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার অজ্ঞ জনগণকে নানামুখী শিক্ষা প্রদান করা হয়। এ সকল শিক্ষার মধ্যে রয়েছে বয়স্ক শিক্ষা, ধর্মীয় ও সামাজিক শিক্ষা, প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে শিক্ষাদান ইত্যাদি।

শহর সমাজসেবা কর্মসূচির ঋণদান কার্যক্রমের মাধ্যমে শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয়ের পথ সৃষ্টি করা হয়। এছাড়া শহর সমাজসেবার অন্যতম একটি কর্মসূচি হচ্ছে পরিবেশের উন্নয়ন। এক্ষেত্রে স্বেচ্ছা শ্রমের মাধ্যমে রাস্তাঘাট তৈরি, খাল খনন করা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এছাড়া স্বাস্থ্য বিষয়ে শহর বাসীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করে ও প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য নানা ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা যায়। এসব কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন, রোগ প্রতিরোধমূলক টিকা ও ইনজেকশন প্রদান, মাতৃমঙ্গল ও শিশু স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পুষ্টি কার্যক্রম ইত্যাদি। এছাড়া শহরের নিম্নবিত্তদের পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দান ও সচেতন করা, প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলাও শহর সমাজসেবার অন্যতম উদ্দেশ্য। তাই বলা যায়, নানাবিধ উদ্দেশ্য নিয়ে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

ঘ বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উক্ত কার্যক্রমটি অর্থাৎ শহর সমাজসেবা কার্যক্রম অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

শহর এলাকায় বসবাসরত নিম্ন আয়ভুক্ত জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শহর সমাজসেবা নানা ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। এ সকল কার্যক্রমের মধ্যে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম, ঋণ কার্যক্রম, স্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে দেশের ৬৪ জেলায় ৮০টি ইউনিটের মাধ্যমে এসব কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শহরের দরিদ্র ও দুস্থ লোকদেরকে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য যোগ্য করে গড়ে তোলা হয়। পরবর্তীতে ঋণদান কর্মসূচির মাধ্যমে তাদেরকে পুঁজি সরবরাহ করা হয়। ফলে তারা স্বাবলম্বী হয়। পাশাপাশি শিক্ষামূলক কার্যক্রমের ফলে তারা নিরক্ষরতা থেকে মুক্ত হয় এবং আরও উন্নত জীবনযাপনে সক্ষম হয়। অন্যদিকে স্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদেরকে স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলা হয় এবং পুষ্টি ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশের গুরুত্ব শেখানো হয়। ফলে তারা সুস্থ ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের সুযোগ পায়। এভাবে শহর সমাজসেবা তাদের জীবনে বহুমুখী উন্নয়নে ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ সরকার বস্তিবাসী জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে একটি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ কার্যক্রমটি বর্তমানে ৬৪ জেলায় ৮০টি ইউনিটের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। এতে বোঝা যায়, উক্ত কার্যক্রমটি হলো বাংলাদেশ সরকারের শহর সমাজসেবা কার্যক্রম যা উপরোল্লিখিত ভাবে এদেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়নে অবদান রাখছে।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উদ্দীপকে নির্দেশিত শহর সমাজসেবা কার্যক্রমটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ৩১ জনাব রহমান একজন সমাজদরদী ব্যক্তি। তিনি সমাজের মানুষের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে। সামাজিক বিভিন্ন কাজকর্মের ধারাবাহিকতায় তিনি একটি নতুন কার্যক্রম শুরু করেন। এই কার্যক্রমে তিনি গ্রামের বেকার, অর্ধবেকার, শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত দরিদ্র যুবক যুবতি যারা আছেন তাদেরকে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে যেমন, সেলাই কাজ, সবজির বাগান তৈরি, ফিশারি, বাঁশ-বেতের কাজ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে সমাজে পুনর্বাসিত করার চেষ্টা করছেন। তিনি তার এই কার্যক্রমে বেশ সাড়া পেয়েছেন এবং গ্রামের অনেক বেকার মানুষ লাভবানও হয়েছেন। শুধু তাই নয় তিনি গ্রামের লোকদের মধ্যে পরিকল্পিত পরিবার গঠনের লক্ষ্যে পরিবার-পরিকল্পনা সম্পর্কেও জ্ঞান দিয়ে যাচ্ছেন।

[মদনমোহন কলেজ, সিলেট | প্রশ্ন নং ৯]

ক. RSS-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. শহর সমাজসেবা বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব রহমানের কার্যক্রম তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন কার্যক্রমকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কার্যক্রমের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের যে কার্যক্রমের মিল রয়েছে তার কিছু তুলনামূলক সাদৃশ্য বিশ্লেষণ করো। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক RSS এর পূর্ণরূপ Rural Social Service.

খ সৃজনশীল ২নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ৮নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৮নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩২ বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পল্লি এলাকার উন্নয়ন ও গ্রামীণ দরিদ্র কৃষক বিশেষ করে মহিলাদের উন্নয়নের মূল ধারায় নিয়ে আসার জন্য সরকারি ব্যবস্থাপনের সমষ্টিভিত্তিক একটি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। বাঁশ ও বেতের কাজ, দর্জি, কাঠের কাজসহ নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি ঋণ প্রদান করা হয়। বর্তমানে সারাদেশে কর্মসূচিটি চালু হয়েছে। *[বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি, সাতক্ষীরা | প্রশ্ন নং ৬]*

ক. RSS-এর পূর্ণরূপ লেখ। ১

খ. শহর সমাজসেবা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে কোন কর্মসূচির কথা রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত কর্মসূচিতে সমাজকর্মের পদ্ধতি কীভাবে প্রয়োগ হতে পারে বর্ণনা করো। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক RSS-এর পূর্ণরূপ হলো— Rural Social Service.

খ সৃজনশীল ২নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচির কথা বলা হয়েছে।

গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রম হলো একটি গ্রাম উন্নয়নমূলক বহুমুখী প্রক্রিয়া। বাংলাদেশ সরকার গ্রাম এলাকার উন্নয়ন ও গ্রামীণ দরিদ্র শ্রেণির মানুষদের উন্নয়নের মূলধারায় নিয়ে আসার জন্য এ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এ কর্মসূচির আওতায় গ্রামীণ নিম্ন আয়ভুক্ত দরিদ্র যুবক-যুবতিদের বাঁশ ও বেতের কাজ। পাটের কাজ, কাঠের কাজ, তাঁত ও বয়নের কাজ, সেলাইয়ের কাজ; সবজি চাষ, হাস-মুরগি পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, ওয়েল্ডিং, ওয়ারিং প্রভৃতি বৃত্তিমূলক কাজের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। উদ্দীপকে এ ধরনের কাজকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পল্লি এলাকার উন্নয়ন ও গ্রামীণ দরিদ্র কৃষক বিশেষ করে মহিলাদের উন্নয়নের জন্য সরকারি ব্যবস্থাপনায় সমষ্টিভিত্তিক দর্জি, কাঠের কাজসহ নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ঋণ প্রদান করা হয়। উদ্দীপকের এই কর্মসূচিটি উপরে বর্ণিত গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচির কথা বলা হয়েছে।

Teachingbd24.com

ঘ গ্রামীণ সমাজসেবা সংস্থার কার্যক্রমের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ হয়ে থাকে।

সমষ্টি উন্নয়ন সমাজকর্মের একটি মূল পদ্ধতি যেখানে সমষ্টির সক্রিয় অংশগ্রহণের কথা বলা হয়েছে। গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচির কার্যক্রমের মূল লক্ষ্যই হলো গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন করা। তাই গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রমে সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

গ্রামীণ দুস্থ, অবহেলিত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অবস্থার পরিবর্তন বা উন্নয়ন গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ কৌশল প্রয়োগ করা হয়। এজন্য লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সরবরাহকরণ, সক্ষমকরণ, প্রভাবিতকরণ এবং সৃজনশীলতা এই চার ধরনের কৌশল প্রয়োগ করা।

এছাড়া সমাজকর্মের অন্যান্য পদ্ধতি যেমন ব্যক্তি সমাজকর্ম ও দল সমাজকর্ম পদ্ধতিও ব্যবহার করা হয়। আবার পরিবার পরিকল্পনায় মা ও শিশু স্বাস্থ্য সম্পর্কে ব্যক্তি সমাজকর্মের পদ্ধতি কৌশল ব্যবহার হয়ে থাকে। এছাড়া কর্মদল গঠনের ক্ষেত্রে সামাজিক গবেষণার জরিপ পদ্ধতিও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সমাজকর্মের উদ্বুদ্ধকরণ কৌশলও এ কর্মসূচির কার্যক্রমে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। জনগণকে পরিবার পরিকল্পনা, পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিশু যত্ন ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষাদানের মাধ্যমে এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়ে থাকে।

উপরের আলোচনায় প্রতীয়মান হয়, গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রমে সমাজকর্মের সবগুলো পদ্ধতিই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ আব্দুস সাত্তার উপকূলবর্তী অঞ্চলের বাসিন্দা। যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় তারাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অন্য জায়গায় যাওয়ার কোনো উপায় না থাকায় বাধ্য হয়ে সেখানেই থাকতে হয় তাকে। নিঃস্ব আব্দুস সাত্তার সিডরের সময়ই তার ভিটেমাটি হারিয়ে ফেলেছেন। *[ঝালকাঠি সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ১১]*

ক. কত সালে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো প্রতিষ্ঠিত হয়? ১

খ. জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কাজের ধরন ব্যাখ্যা করো। ২

গ. আব্দুস সাত্তারের মতো ব্যক্তিদের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় কোন উদ্দেশ্যে কাজ করে থাকে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত ব্যক্তিদের মতো নিঃস্বদের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি কতখানি কার্যকর হবে বলে তুমি মনে কর? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৯৩ সালে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন যেকোনো ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত অপরাধ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কাজ করে থাকে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন জেলখানা, থানা হেফাজত ইত্যাদি পরিদর্শন করে তার উন্নয়নের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করে। এছাড়া। কমিশন মানবাধিকার বিষয়ে গবেষণা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ এবং অনুরূপ অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করে এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রকাশ ও প্রচার করে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের সাথে দেশীয় আইনের সামঞ্জস্য বিধানে ভূমিকা রাখে এ কমিশন। এছাড়া বিভিন্ন সেবামূলক কাজ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক পরিচালিত হয়।

গ আব্দুস সাত্তারের মতো ব্যক্তিদের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস, সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান এবং দারিদ্র্য দূরীকরণের উদ্দেশ্যে কাজ করে থাকে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় প্রথমত দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচি গ্রহণ করে। এর মাধ্যমে দুর্যোগ পূর্ববর্তী ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে দুর্যোগপ্রবণ এলাকার মানুষের জন্য পরিস্থিতি মোকাবিলায় কতগুলো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে। এছাড়া দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসকল্পে অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থান, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস সহায়ক ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত অভিযোজন কার্যক্রমকে জাতীয় নীতি, প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করে। দুর্যোগকালে এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে জরুরি মানবিক সহায়তা প্রদান এবং গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করে। উদ্দীপকের আব্দুস সাত্তারের মতো ব্যক্তিদের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় উল্লিখিত উদ্দেশ্যে কাজ করে থাকে।

ঘ উদ্দীপকের আব্দুস সাত্তারের মতো অর্থাৎ নিঃস্বদের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশ সরকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ভিশনকে কার্যকর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। এর মাঝে অন্যতম হলো সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি। মোট ৯টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় তার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। সামাজিক নিরাপত্তা খাতের জন্য মোট বরাদ্দের ৩০% এই খাতে ব্যবহৃত হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের ৯টি কর্মসূচির মাঝে প্রথম ৩টি হলো গ্রামীণ কর্মসংস্থান ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি; পরবর্তী ৬টি মানবিক সহায়তা ও নিরাপত্তা কর্মসূচি। এ সকল কর্মসূচির আওতায় দুর্যোগ কবলিত ক্ষতিগ্রস্তদের কর্মসংস্থান এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। কাবিখা, টিআর, খালখনন/মাঠ ভরাট প্রভৃতি কর্মসূচির মাধ্যমে অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থান এবং অবস্থার উন্নয়নে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

উদ্দীপকের আব্দুস সাত্তারের মতো উপকূলবর্তী অঞ্চলের বাসিন্দাদের দুর্যোগকালীন এবং পরবর্তী সময়ে নানামুখী সমস্যা মোকাবিলা করতে হয়। বসতবাটি হারিয়ে কর্মহীন অবস্থার অসহায় মানুষের সহায়তায় সামাজিক নিরাপত্তার উপরে উল্লিখিত কর্মসূচিগুলো সহায়ক।

পরিশেষে বলা যায়, আব্দুস সাত্তারের মতো সর্বস্বান্তদের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি অত্যন্ত কার্যকর।

প্রশ্ন ▶ ৩৪ জেরিন অভাব অনটনের কারণে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাস করার পর আর পড়াশোনা করতে পারেনি। অনেক চেষ্টা করেও ঢাকা শহরে কোন চাকরির ব্যবস্থা করতে পারেনি। অবশেষে তার এক আত্মীয়ের সহযোগিতায় সে ঢাকাতে সরকারি প্রতিষ্ঠানের সন্ধান পায় এবং সেখান থেকে সে সেলাই, বুটিকস ও দর্জি বিজ্ঞানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। এখন সে স্বাবলম্বী জীবনযাপন করছে। *[নেত্রকোণা সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ৭]*

ক. পরিবার গঠনের মূলভিত্তি কী? ১

খ. সামাজিক আইন কীভাবে মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে? ২

গ. উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি তোমার পাঠ্য পুস্তকের কোন সরকারি সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচিকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জেরিন ও তার ন্যায় যুবক-যুবতীদের জন্য উক্ত কর্মসূচির কী কী কার্যক্রম চালু আছে? তা আলোচনা কর। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পরিবার গঠনের মূলভিত্তি হলো বিবাহ।

খ সামাজিক আইন প্রণয়ন ও যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

সমাজ থেকে সৃষ্ট ক্ষতিকর প্রথা, রীতিনীতি, কুসংস্কার ইত্যাদি হলো মানুষের আচরণ দ্বারা সৃষ্ট। এ সমস্ত বিষয়গুলো থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হলো আইন-এর যথাযথ প্রয়োগ। ক্ষেত্র অনুযায়ী আইন যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমন তার যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানুষের আচরণের ক্ষতিকর বাহ্যিক দিকগুলো নিয়ন্ত্রণ সম্ভব আইনের মাধ্যমে।

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি পাঠ্যপুস্তকের শহর সমাজসেবা কর্মসূচির ইঙ্গিত দেয়।

শহর সমাজসেবা কার্যক্রম সমষ্টি উন্নয়নভিত্তিক একটি কার্যক্রম। এক্ষেত্রে শহরের দরিদ্র ও বস্তিতে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর সরকারি আর্থিক ও কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে জীবনমানের উন্নয়নের চেষ্টা করা হয়। এ কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্রদের আত্মসচেতন করে স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করা হয়।

উদ্দীপকে জেরিন অভাব অনটনের কারণে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাস করার পর আর পড়াশোনা করতে পারেনি। অনেক চেষ্টা করেও সে ঢাকা শহরে কোনো চাকরির ব্যবস্থা করতে পারেনি। অবশেষে সে সরকারি সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় সেলাই, বুটিকস ও দর্জি বিজ্ঞানে প্রশিক্ষণ নিয়ে স্বাবলম্বী হয়।

গ জেরিন ও তার ন্যায় যুবক-যুবতীদের জন্য উক্ত কর্মসূচির বৃত্তিমূলক ও শিক্ষামূলক নানা কর্মসূচি চালু আছে।

শহর এলাকায় দরিদ্র জনগণের সকল কার্যক্রমের মধ্যে অর্থনৈতিক কার্যক্রমই মুখ্য। এ লক্ষ্যে দুস্থ ও দরিদ্র লোকদের বিভিন্ন বিষয়ে (যেমন: বাঁশ ও বেতের কাজ, উল বুনন, পাটের কাজ প্রভৃতি) প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার অজ্ঞ জনগণকে নানামুখী শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে সচেতন করে তোলা হয়। শহর উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের আওতায় ঋণদান করে আয়ের পথ সৃষ্টি করা হয়। এছাড়া এখানে পরিবেশ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম, স্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রম, বিনোদনমূলক কার্যক্রমসহ জনসংখ্যা বিষয়ক কার্যক্রমের মাধ্যমে শহুরে জনগণকে আত্মসচেতন ও আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা হয়।

উদ্দীপকে জেরিন ও তার মতো যুবক-যুবতীরা উক্ত কর্মসূচির আওতায় কাজ করে জীবনমানের উন্নয়ন বিধানে সচেষ্ট হতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, শহর সমাজসেবা কর্মসূচি তার যথাযথ কার্যক্রমের বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজ উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ৩৫ আলিম সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। ছোটবেলা থেকেই সে তার বাবাকে হারায়। আলিমের মা বাসাবাড়িতে ঝি-এর কাজকর্ম করে সংসার চালায়। যার দরুণ ছেলে আলিম এর সঠিক দেখভাল সম্ভব হচ্ছে না আলিম এলাকার বিভিন্ন বখাটে মাদকাসক্ত ছেলেদের সাথে মেলামেশা করে অপরাধ জগতের দিকে পা বাড়ায়। ধীরে ধীরে সে মাদক সেবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। সম্প্রতি নেশা জাতীয় দ্রব্য বহন করার কারণে তাকে পুলিশ আটক করে এবং তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে।

[নওয়াব ফাইজুন্নেছা মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৯]

ক. 'NHRC'- এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বলতে কী বোঝ? ২

গ. কিশোর আলিমকে পুলিশ আটক করে কোথায় রাখবে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কিশোর আলিম এর বিচার ব্যবস্থা কোন কার্যক্রমের আওতায় এবং কীরূপ হবে? তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বর্ণনা করো। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'NHRC'-এর পূর্ণরূপ হলো 'National Human Rights Commission.'

খ সৃজনশীল ৬নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ কিশোর আলিমকে আটক করে পুলিশ আটক নিবাসে রাখবে।

কিশোর-কিশোরীর অপরাধের বিচার কাজ সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত যেখানে তাদের আটক রাখা হয় তাকে আটক নিবাস বা Remand Home বলা হয়।

এছাড়া ১৯৭৪ সালের শিশু আইনের ২০নং ধারা অনুযায়ী সরকার আটক নিবাস প্রতিষ্ঠা ও তত্ত্বাবধান করতে পারে। প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীর দ্বারা কিশোর-কিশোরী অপরাধীরা যাতে প্রভাবিত, অপব্যবহার ও হয়রানির শিকার না হয় সেজন্য তাদেরকে আলাদা রাখা হয়। পথ শিশু, মাতৃ-পিতৃপরিচয়হীন শিশুদের পুনর্বাসনেরও ব্যবস্থা করা হয়। প্রবেশন কর্মকর্তা এবং অন্যান্য অফিসাররা যৌথভাবে রিমান্ড হোমে থাকাকালীন কিশোর-কিশোরীদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রেখে শিশুর মানসিক, আর্থ-সামাজিক ইতিহাস, দক্ষতা, মনোভাব ইত্যাদি জানার চেষ্টা করে।

উদ্দীপকে আলিমের অপরাধের সাথে জড়িয়ে যাওয়া এবং মাদকাসক্ত হয়ে পড়া উভয়ই অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের ইঙ্গিত বহন করে। এ কারণে পুলিশ তাকে আটক করে আটক নিবাসে নিয়ে যায় এবং যথাযথভাবে সার্বিক উন্নয়নে কাজ করে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত কিশোর আলিম এর বিচার ব্যবস্থা কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের কার্যক্রম অনুযায়ী হবে এবং সেখানে পারিবারিক পরিবেশে অ-শাস্তিমূলক বিচারের আওতায় তাদের সংশোধন করার প্রচেষ্টা চালানো হবে।

কিশোর অপরাধীদের বিচার এবং তাদের সংশোধনের জন্য কিশোর আদালত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এটি কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম। ১৯৭৪ সালের শিশু আইনের মাধ্যমে গঠিত এ আদালতে কিশোর-কিশোরী অপরাধীর অপরাধের কারণ বিশ্লেষণ করে তাদের পুনর্বাসন ও সংশোধনের চেষ্টা করা হয়। কিশোর আদালতে কোনো শুনানি হয় না, বিচার প্রক্রিয়া হয় ঘরোয়া পরিবেশে। এ আদালতে বাদী-বিবাদী, আইনজীবী কেউ থাকে না। এমনকি কোনো শাস্তিও প্রদান করা হয় না। বিচার চলাকালে অপরাধীর আত্মীয় স্বজন, একজন প্রবেশন অফিসার বা সমাজকর্মী এবং আদালত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকেন। এ আদালতে অপরাধের কারণ, ধরণ, উৎস এবং পরাধীকে সংশোধনের উপায় খুঁজে বের করা হয়। এ আদালতের মূলকথা হলো শিশুরা নিষ্পাপ। পারিবারিক ও সামাজিক নানা পারিপার্শ্বিকতার কারণে তারা বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। কিশোর আদালতে মামলা দায়ের করার ক্ষেত্রে দুটি বিষয় বিবেচনা করা হয়— একটি অভিভাবক কেস, অন্যটি পুলিশ কেস।

উদ্দীপকে অলীমের বাবা না থাকা, দারিদ্রতা এবং মায়ের সাহচার্য না থাকার কারণই মূলত তার অপরাধে জড়িয়ে যাওয়া ও মাদকাসক্ত হয়ে পড়ার অন্যতম কারণ। কিশোর আদালত এ বিষয়গুলো বিবেচনাপূর্বক আলিমের সংশোধনের প্রচেষ্টা করবে।

পরিশেষে বলা যায়, কিশোর আদালতের বিচারকার্য শাস্তি প্রদানের লক্ষ্যে পরিচালিত হয় না। বরং অপরাধীর চরিত্র সংশোধনের জন্য পরিচালিত হয় যেখানে কোনো উকিল নিয়োগ ও আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রয়োজন হয় না।

প্রশ্ন ▶ ৩৬ নীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যায়নরত সমাজকর্ম বিষয়ের একজন ছাত্রী। মাঠকর্মের প্রশিক্ষণার্থী হিসাবে তাকে টঙ্গীতে এমন একটি প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয় যেটি কিশোরদের নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের একটি বিশেষ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। নীলা দেখতে পায়, এখানে অপরাধী কিশোরদের জন্য রয়েছে বিশেষ বিচার ব্যবস্থা, বিচার চলাকালীন সময়ে রয়েছে থাকার বিশেষ ব্যবস্থা আর সর্বোপরি এখানে রয়েছে অপরাধী কিশোরদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার বিশেষ ব্যবস্থা।

[ভগবতী দাস দে মহাবিদ্যালয়, বরিশাল। প্রশ্ন নং ১১]

ক. বাংলাদেশে সরকারি পর্যায়ে গৃহীত পেশাদার সমাজকর্মের প্রথম পদক্ষেপ কোন কার্যক্রম? ১

খ. গ্রামীণ সমাজসেবার ধারণা দাও। ২

গ. উদ্দীপকে নীলার মাঠকর্ম সম্পাদনের প্রতিষ্ঠানটির নাম কী? বুঝিয়ে লেখ। ৩

ঘ. উক্ত প্রতিষ্ঠানের কিশোর অপরাধীদের প্রেরণ করা না হলে তাদের অবস্থা কীরূপ হতে পারত? বিশ্লেষণ করো। ৪

Teachingbd.com

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে সরকারি পর্যায়ে গৃহীত পেশাদার সমাজকর্মের প্রথম পদক্ষেপ হলো চিকিৎসা কার্যক্রম।

খ সৃজনশীল ২১নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে নীলার মাঠকর্ম সম্পাদনের প্রতিষ্ঠানটির নাম কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের রিমান্ড হোম বা আটক নিবাস।

কিশোর-কিশোরীর অপরাধের বিচার কাজ সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত যেখানে তাদের আটক রাখা হয়, তাকে আটক নিবাস বলে। প্রাপ্ত বয়স্ক অপরাধীর দ্বারা কিশোর-কিশোরী অপরাধীরা যাতে প্রভাবিত, অপব্যবহার এবং হয়রানির শিকার না হয় এজন্য তাদেরকে আলাদা রাখা হয়। আটক থাকাকালীন কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

উদ্দীপকে নীলার মাঠকর্ম সম্পাদনের জন্য কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে নীলাকে পাঠানো হয়। নীলা দেখতে পায়, সেখানে অপরাধী কিশোরদের জন্য রয়েছে বিশেষ থাকবার ব্যবস্থা ।

ঘ উক্ত প্রতিষ্ঠানে কিশোর অপরাধীদের প্রেরণ করা না হলে তাদের অবস্থা অপরিবর্তনীয় থাকতো এবং খারাপ হতো।

কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের উদ্দেশ্য হলো শাস্তি নয় কিশোরদের সংশোধন করা ও মানবিকতার সাথে আদালতের রায় মেনে চলা। এছাড়া সমাজের অন্যান্য সদস্যদের মতো কিশোরদের সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার রক্ষা করা, কিশোর-কিশোরীদের সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়া ইত্যাদি। মোটকথা ভবিষ্যতে তারা যাতে অপরাধের পুনরাবৃত্তি না ঘটায় সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া।

উদ্দীপকে নীলা সমাজের কিশোর-কিশোরীদের অপরাধপ্রবণতা পর্যবেক্ষণেল মাধ্যমে কীভাবে তাদেরকে একটি পুনর্বাসনমূলক ব্যবস্থা দেয়া যায় এবং স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা যায় তারই প্রচেষ্টা করে।

পরিশেষে বলা যায়, কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র যেহেতু কিশোর-কিশোরীদের অপরাধমূলক আচার-আচরণ সংশোধনের একটি পরীক্ষামূলক পর্যবেক্ষণ সেহেতু উক্ত প্রতিষ্ঠানে তাদেরকে পাঠানো না হলে অপরাধমূলক কার্যক্রম সমাজে চক্রাকারে আবর্তিত হতে থাকবে।

প্রশ্ন ▶ ৩৭ রুহির সন্তানের বয়স যখন দেড় মাস, তখন সে তার শহরের একটি টিকাদন কেন্দ্রে গিয়ে সন্তানকে টিকা দিয়ে আনে। শহরের একরমই আরেকটি কেন্দ্র থেকে সে প্রায়ই বিনামূল্যে চিকিৎসা করার সুযোগ পায়। এছাড়া শিশু স্বাস্থ্য রক্ষা ও পুষ্টি বিষয়ক জ্ঞান, পরিবার-পরিকল্পনা বিষয়ক জ্ঞান ও এই ধরনের কেন্দ্রগুলো থেকে পেয়ে থাকে।

[অমৃত লাল দে মহাবিদ্যালয়, বরিশাল | প্রশ্ন নং ১০]

ক. কাদের সহায়তা ও পরামর্শে এদেশের প্রথম সরকারি পর্যায়ে সমাজকল্যাণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়? ১

খ. মানবাধিকার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে শহর সমাজসেবার কোন কার্যক্রমের ইঙ্গিত পাওয়া যায়? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উক্ত কার্যক্রমটিই শহর সমাজসেবার সার্বিক চিত্র নয়—বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতিসংঘের সহায়তা ও পরামর্শে এদেশের প্রথম সরকারি পর্যায়ে সমাজকল্যাণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

খ মানবাধিকার শব্দটি বিশ্লেষণ করলে দুটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ পাওয়া যায়। মানুষ ও অধিকার এ দুটি মিলে হয় মানুষের অধিকার বা মানবাধিকার। মানুষের স্বাধীন ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনের নিশ্চয়তার জন্য অত্যাবশ্যকীয় সুযোগ-সুবিধাগুলোই হলো মানবাধিকার। অর্থাৎ মানবাধিকার হচ্ছে এক গুচ্ছ নৈতিক অধিকার, সব মানুষ যার মাধ্যমে মানুষ হিসেবে সমান বিবেচিত হয়। এ ধরনের অধিকার বিশ্বজনীন নৈতিক নীতিমালা দ্বারা যুক্তিসঙ্গত ও সমর্থনযোগ্য হয়।

গ উদ্দীপকে শহর সমাজসেবার স্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রমের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

স্বাস্থ্য বিষয়ে শহরবাসীদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য শহর সমাজসেবা নানা ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। এ সকল কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা, রোগ-প্রতিরোধমূলক টিকা ও ইনজেকশন প্রদান, মাতৃকল্যাণ ও শিশু স্বাস্থ্য কেন্দ্র, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা ইত্যাদি।

উদ্দীপকে রুহির সন্তানদের টিকাদান কেন্দ্রে যাওয়া, বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ, শিশু স্বাস্থ্য রক্ষা ও পুষ্টি বিষয়ক জ্ঞান, পরিবার-পরিকল্পনা বিষয়ক জ্ঞান এ ধরনের কেন্দ্র থেকে পেয়ে থাকে।

ঘ "উক্ত কার্যক্রমটিই শহর সমাজসেবার সার্বিক চিত্র নয়"—উক্তিটি যথার্থ।

শহর সমাজসেবা নগর এলাকায় বসবাসরত নিম্ন আয়ের জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নানা ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। শহর সমাজসেবা তাদের বৃত্তিমূলক কাজের দ্বারা দুস্থ ও দরিদ্র লোকদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এ কর্মসূচির আওতায় নিরক্ষরতা দূরীকরণ তথা শিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ঋণদান কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের আয়ের পথ সৃষ্টি করা হয়। এছাড়া স্বাস্থ্য বিষয়ে শহরবাসীদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য শহর সমাজসেবা নানা ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। তাছাড়া শহর সমাজসেবায় অন্তর্গত কার্যক্রম হলো বিনোদনমূলক ও জনসংখ্যা বিষয়ক কার্যক্রম।

উদ্দীপকে আলোচিত টিকাদান, বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা গ্রহণ, শিশু স্বাস্থ্য ও পুষ্টি এসব কাজ শহরে সমাজসেবার শুধুমাত্র স্বাস্থ্যবিষয়ক কার্যক্রমকে নির্দেশ করে।

পরিশেষে বলা যায়, শহর সমাজসেবার নানামুখী বৈচিত্র্যময় কার্যক্রমই হলো এর মূল চিত্র। এর মধ্যে শহরে বসবাসরত দরিদ্র মানুষেরা উপকৃত হয়ে থাকে।

প্রশ্ন ▶ ৩৮ করিম শেখের বাড়ি পদ্মার পাড়ে। গত বছর নদীর ভাঙনে তার ভিটেমাটি সব নদীর পানিতে ভেসে যায়। কাজের সন্ধানে সে পরিবার নিয়ে শহরে এসে বস্তিতে বসবাস শুরু করে। বস্তির অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সন্তানদের অসুখ-বিসুখ লেগেই থাকে। শহরে আগন্তুক এসব জনগোষ্ঠীদের নিয়ে কাজ করে একটি সংস্থা। *[সাভার সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ৭]*

ক. সাবেক কিশোর সংশোধনী প্রতিষ্ঠানের বর্তমান নাম কী? ১

খ. গ্রামীণ সমাজসেবা বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে করিম শেখের মতো লোকদের জন্য বাংলাদেশ সরকারের কোন ধরনের কার্যক্রম প্রয়োজন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আগন্তুকদের সমস্যা সমাধানে উক্ত কার্যক্রমের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাবেক কিশোর সংশোধনী প্রতিষ্ঠানের বর্তমান নাম হলো 'কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র'।

খ সৃজনশীল ২১নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে করিম শেখের মতো লোকদের জন্য বাংলাদেশ সরকারের শহর সমাজসেবা কার্যক্রম প্রয়োজন।

শহর সমাজসেবা কার্যক্রম হলো শহরের দরিদ্র ও বস্তিতে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য কার্যক্রম। এক্ষেত্রে শহরের জনগণের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে জীবনমানের উন্নয়নের চেষ্টা করা হয়।

উদ্দীপকে করিম শেখের ভিটেমাটি নদী ভাঙনে নদীতে মিশে যায়। কাজের সন্ধানে সে শহরে বস্তিতে এসে বসবাস করতে শুরু করে। শহর সেবা কর্মসূচির আওতায় দরিদ্র করিম শেখের মতো লোকদের নিয়ে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম প্রয়োজন।

teachinpdf.com

ঘ শহর এলাকায় দরিদ্র ও দুঃস্থ লোকদের শহরের জীবনযাত্রার সাথে খাপ খাওয়ানো এবং আর্থ-সামাজিকভাবে তাদের স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে সরকারি প্রচেষ্টায় শহর সমাজসেবার নানা ধরনের কর্মসূচি সম্পাদন করা হয়ে থাকে।

শহরে আগন্তুক দরিদ্র ও দুস্থদেরকে বৃত্তিমূলক নানা ধরনের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে শহর সমাজসেবা। এছাড়া রয়েছে তাদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শহর এলাকার জীবনমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন করা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা, সরকার ও জনগণের মাঝে দ্বিমুখী যোগাযোগ স্থাপন করা, কর্মসংস্থান ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণ এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে নানামুখী কর্মসূচি গ্রহণ করা।

উদ্দীপকে উল্লিখিত করিম শেখের মতো আগন্তুকদের শহরের সাথে খাপ-খাওয়া এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য স্বাস্থ্য শিক্ষা, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা প্রদানকল্পে তাদের সমস্যার সমাধান করা যায়।

পরিশেষে বলা যায়, এ কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্রদের স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করা এবং সর্বোপরি শহর এলাকায় একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়নই এর অন্যতম লক্ষ্য।

প্রশ্ন ▶ ৩৯ শাহিন মাত্র তের বছর বয়সের বিভিন্ন অপরাধমূলক কার্যক্রমে জড়িয়ে পড়ে। তার বাবা-মা তাকে অনেক চেষ্টা করেও সংশোধন করতে পারেনি। একটি অপরাধের জন্য আদালতে তার বিরুদ্ধে মামলা হয়। তাকে আদালতে নেওয়া হলে বিচারক বলেন যে, 'তার মামলা এ আদালতে চলতে পারে না। তার জন্য বিশেষ আদালত রয়েছে। *[সরকারি সৈয়দ হাতেম আলী কলেজ, বরিশাল। প্রশ্ন নং ৮]*

ক. কখন জাতীয় মানবাধিকার আইন প্রণয়ন করা হয়? ১

খ. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে শাহিনের অপরাধ কোন আদালতে বিচারযোগ্য? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "শাস্তি নয় সংশোধনই এ ধরনের আদালতে বিচারের মূল উদ্দেশ্য।"—কথাটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ২০০৯ সালের জুলাই মাসে জাতীয় মানবাধিকার আইন প্রণয়ন করা হয়।

খ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন হলো বাংলাদেশ সরকারের আইনের মাধ্যমে গঠিত জনগণের মানবাধিকার সুরক্ষার ব্যাপারে সরকারকে সুপারিশ ও পরামর্শ প্রদানের একটি নিয়মিত সংস্থা।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন জেলখানা, থানা, হেফাজত ইত্যাদি পরিদর্শন করে তার উন্নয়নের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশের কাজে নিয়োজিত থাকে। এছাড়া এ কমিশন মানবাধিকার বিষয়ে গবেষণা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ এবং অনুরূপ অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধি এবং গবেষণালব্ধ ফল প্রকাশ ও প্রচার করে। সেই সাথে বিভিন্ন সেবামূলক কাজ করে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক পরিচালিত হয়।

গ সৃজনশীল ২নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪০ আমিনুল হক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স পাস করে একটি কমিশনে চাকরি নেন। কমিশনটি ২০০৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর ক্ষুদ্র পরিসরে কাজ করে। পরবর্তীতে প্যারিস নীতিমালার আলোকে ২০০৯ সালের ১৪ জুলাই উক্ত কমিশন আইন পাস হয়। তার কর্মরত কমিশনটি অভিযোগের সম্মুখীন হওয়া ছাড়াই নিজস্ব ভঙ্গিমায় শক্তির ব্যবহার করতে পায়। *[গাজীপুর সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ৮]*

ক. দুর্যোগ কী? ১

খ. গ্রামীণ সমাজসেবা ধারণাটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আমিনুল হক কোন কমিশনে চাকরি করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আমিনুল হকের কর্মরত কমিশনের কার্যাবলি বিশ্লেষণ করো। ৪

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুর্যোগ হলো একটি মারাত্মক পরিস্থিতি যা প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট আপদের ফলে দেখা যায়।

খ সৃজনশীল ২১নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত আমিনুল হক জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে চাকরি করেন।

মানুষের বিকাশ এবং স্বাধীন ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনের নিশ্চয়তায় অত্যাবশ্যকীয় সুযোগ-সুবিধাগুলোই হলো মানবাধিকার। বাংলাদেশে মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নয়নে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের দাবি দীর্ঘদিন করে আসছিল। এর ভিত্তিতে ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠনের প্রথম উদ্যোগ নেওয়া হয়। UNDP-এর সহায়তায় একটি খসড়া আইন তৈরি হলেও তা দীর্ঘদিন স্থবির থাকে। অবশেষে ২০০৭ সালে জাতীয় মানবাধিকার অধ্যাদেশের মাধ্যমে ২০০৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর প্রথম জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠন করা হয়। এ অধ্যাদেশের বৈধতা না দিয়ে জাতীয় সংসদ ২০০৯ সালের জুলাই মাসে জাতীয় মানবাধিকার আইন ২০০৯ সালে পাস করে। এ আইন অনুযায়ী ২০১০ সালের ২২ জুন সাত সদস্যবিশিষ্ট মানবাধিকার কমিশন পুনর্গঠিত হয়। এ কমিশন সামাজিক সমস্যারোধে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে।

উদ্দীপকের আমিনুল হক লেখাপড়া শেষ করে একটি কমিশনে চাকরি করেন। এ কমিশনটি ২০০৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর গঠন করা হয়। পরবর্তীতে ২০০৯ সালে ১৪ জুলাই প্যারিস নীতিমালার আলোকে উক্ত কমিশন পাস করা হয়। উদ্দীপকের এ তথ্য দ্বারা প্রমাণিত হয় তাই উল্লিখিত কমিশনটি জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। তাই বলা যায়, আমিনুল হক জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে চাকরি করেন।

ঘ উদ্দীপকের আমিনুল হকের কর্মরত কমিশনটি হলো জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। এ কমিশনের কার্যাবলি অনেক ব্যাপক।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ ও স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে। যেকোনো ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত অপরাধ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কাজ করে থাকে। এ কমিশন জেলখানা, থানা, হেফাজত ইত্যাদি পরিদর্শন করে তার উন্নয়নের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করে। এছাড়া কমিশন মানবাধিকার বিষয়ে গবেষণা বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ এবং অনুরূপ অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রকাশ ও প্রচার করে। সেই সাথে, তদন্ত, নির্যাতিতদের চিকিৎসা সহায়তা কর্মসূচি ইত্যাদি। এছাড়া আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের সাথে দেশীয় আইনের সামঞ্জস্য বিধানে ভূমিকা রাখে কমিশন, পাশাপাশি বিভিন্ন সেবামূল বিভিন্ন সেবামূলক কাজ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক পরিচালিত হয়।

উদ্দীপকের আমিনুল হকের কার্যক্রমে যে কমিশনের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে তার সাথে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সাদৃশ্যপূর্ণ।

পরিশেষে বলা যায়, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সর্বোপরি জনগণের আইনি সহায়তা প্রদানের সাথে সাথে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় দায়িত্ব পালন করে এভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে।

Teachingbd24.com

ষষ্ঠ অধ্যায়: বাংলাদেশে সরকারি সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম

★★ বাংলাদেশে সরকারি সমাজসেবার পরিচিতি সমাজসেবা অধিদপ্তরের পরিচিতি ও কার্যক্রম

১. সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে গৃহীত ও পরিচালিত কার্যক্রমকে কী বলে? [জ্ঞান]
ক বেসরকারি সমাজসেবা
খ ব্যক্তিগত সমাজসেবা
গ সরকারি সমাজসেবা
ঘ অপ্রাতিষ্ঠানিক সমাজসেবা **গ**

২. বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর কখন প্রতিষ্ঠা করা হয়? [জ্ঞান]
ক ১৯৫৩ সালে খ ১৯৫৪ সালে
গ ১৯৫৬ সালে ঘ ১৯৬১ সালে **ঘ**

৩. বাংলাদেশে কয়টি সরকারি এতিমখানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সরকারি সমাজসেবা কর্মসূচির সূত্রপাত হয়? [জ্ঞান]
ক ২টি খ ৩টি
গ ৪টি ঘ ৫টি **গ**

৪. এদেশে সরকারি সমাজসেবা কর্মসূচির সূত্রপাত হয় কখন? [জ্ঞান]
ক ১৯৪০ সালে খ ১৯৫০ সালে
গ ১৯৬০ সালে ঘ ১৯৭০ সালে **ক**

৫. ঢাকার কোথায় Urban Community Development Project গ্রহণ করা হয়? [জ্ঞান]
ক টিকাটুলি খ কায়েতটুলি
গ মালিবাগ ঘ গণকটুলি **খ**

৬. কত সালে গ্রামীণ পর্যায়ে সম্প্রসারিত সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচি চালু করা হয়? [জ্ঞান]
ক ১৯৭০ সালে খ ১৯৭৪ সালে
গ ১৯৭৮ সালে ঘ ১৯৮২ সালে **খ**

৭. সমাজসেবা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?
ক ১৯৭৪ সালে খ ১৯৭৮ সালে
গ ১৯৮৪ সালে ঘ ১৯৮৮ সালে **গ**

৮. সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর ২০১৫ সালের মধ্যে কত ভাগ অসহায় ও সমস্যাগ্রস্ত মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে? [জ্ঞান]
ক ৪৫ শতাংশ খ ৫০ শতাংশ
গ ৫৫ শতাংশ ঘ ৬০ শতাংশ **খ**

৯. বর্তমানে ৬৪টি জেলা শহরের কতটি ইউনিটে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে? [জ্ঞান]
ক ৪০টি খ ৬০টি
গ ৮০টি ঘ ১০০টি **গ**

১০. কোন কার্যক্রমের মাধ্যমে এদেশে সর্বপ্রথম সমাজসেবামূলক কর্মসূচি চালু হয়? [জ্ঞান]
ক বেবিহোম খ শহর সমাজসেবা
গ চিকিৎসা সমাজকর্ম
ঘ এতিমখানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে **খ**

১১. "ঢাকা প্রজেক্ট" চালু করে কারা? [জ্ঞান] /আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ মতিঝিল, ঢাকা/
ক ওআইসির বিশেষজ্ঞ দল
খ ইউ এন ডিপির বিশেষজ্ঞ দল
গ বিশ্বব্যাংকের বিশেষজ্ঞ দল
ঘ জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞ দল **ঘ**

১২. RSS কর্মসূচিতে যে সমস্ত পরিবারে বার্ষিক গড় আয় ৫০০০ টাকা হতে ৬০,০০০ টাকার মধ্যে তারা হলেন— [অনুধাবন] /সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা/
ক ক-শ্রেণিভুক্ত খ খ-শ্রেণিভুক্ত
গ গ-শ্রেণিভুক্ত ঘ ঘ-শ্রেণিভুক্ত **খ**

১৩. জাতিসংঘের সহযোগিতার ভিত্তিতে ঢাকায় কত সালে সমাজকর্ম বিষয়ে তিনমাসের প্রশিক্ষণ কোর্স চালু হয়? [জ্ঞান] /চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজ/
ক ১৯৫২ সালে খ ১৯৫৩ সালে
গ ১৯৫৪ সালে ঘ ১৯৫৫ সালে **খ**

১৪. দুস্থ শিশুদের সরকারি প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র কয়টি? [জ্ঞান]
ক ৫টি খ ৪টি
গ ৩টি ঘ ২টি **গ**

১৫. সমষ্টি উন্নয়ন ভিত্তিক কার্যক্রম হলো— [জ্ঞান] /সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা/
ক মাতৃকেন্দ্র খ সরকারি শিশু সদন
গ বেবীহোম ঘ দিবাযত্ন **খ**

১৬. সরকারিভাবে মহিলাদের আর্থ-সামাজিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের জন্য কয়টি ইউনিট চালু রয়েছে? [জ্ঞান]
ক ২টি খ ৪টি
গ ৬টি ঘ ৮টি **ক**

১৭. সরকারের সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধ কার্যক্রমের আওতায় পরিচালিত সেফ হোম কয়টি? [জ্ঞান]
ক ৬টি খ ৫টি
গ ৪টি ঘ ৩টি **ক**

১৮. সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের কয়টি বিদ্যালয় রয়েছে? [জ্ঞান]
ক ৩টি খ ৪টি
গ ৫টি ঘ ৬টি **গ**

১৯. সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত ব্রেইল প্রেসটি কোথায় অবস্থিত? [জ্ঞান]
ক টঙ্গী, গাজীপুর খ কোনাবাড়ী, গাজীপুর
গ শফিপুর, গাজীপুর
ঘ কালিয়াকৈর, গাজীপুর **ক**

২০. সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত কয়টি জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রম রয়েছে? [জ্ঞান]
ক ১টি খ ২টি
গ ৩টি ঘ ৪টি **ক**

২১. শিশু উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় পরিচালিত কর্মসূচি পিকার (Protection of Child at risk) কতটি? [জ্ঞান]
ক ৬টি খ ১২টি
গ ১৮টি ঘ ২৪টি **গ**

২২. রাজশাহীতে কয়টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র রয়েছে? [জ্ঞান]
ক ১টি খ ২টি
গ ৩টি ঘ ৪টি **ক**

Teachingbd.com

২৩. ঘূর্ণায়মান তহবিল থেকে সুদমুক্ত ঋণদান করা হয়— [অনুধাবন] [কুমুদিনী সরকারি কলেজ, টাঙ্গাইল]
i. ভূমিহীন কৃষককে
ii. বৃদ্ধদেরকে
iii. দুস্থ মহিলাদেরকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

২৪. সরকারের সামাজিক সংহতি ও উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় ঢাকায় পরিচালিত হচ্ছে— [অনুধাবন]
i. মানসিক প্রতিবন্ধী প্রতিষ্ঠান
ii. দিবাকালীন শিশু যত্ন কেন্দ্র
iii. মহিলাদের আর্থ-সামাজিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

২৫. সমাজসেবা অধিদপ্তর কার্যক্রম পরিচালনা করছে—
i. সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানে
ii. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে
iii. বিভিন্ন সংগঠন তৈরিতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

২৬. কিশোর-কিশোরীর অপরাধ সংশোধনে প্রবেশন ও আফটার কেয়ার চালু রয়েছে— [অনুধাবন]
i. সকল উপজেলা পর্যায়ে
ii. সকল জেলা শহরে
iii. সকল ইউনিয়ন পর্যায়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৭ ও ২৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
বাংলাদেশে ১৯৮৯ সালে একটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত মন্ত্রণালয়ের একটি সংস্থা হচ্ছে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন। মন্ত্রণালয়টির কতগুলো লক্ষ্য রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হলো মানবসম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ইত্যাদি।

২৭. উদ্দীপকে বাংলাদেশের কোন মন্ত্রণালয়ের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে? [প্রয়োগ]
ক শিক্ষা মন্ত্রণালয় খ ধর্ম মন্ত্রণালয়
গ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ঘ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় **গ**

২৮. উক্ত মন্ত্রণালয়ের উল্লিখিত লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সম্ভব হবে— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. দক্ষ জনশক্তি তৈরি
ii. জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন
iii. সকলের মৌলিক চাহিদা পূরণ
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

★★ গ্রামীণ সমাজসেবার ধারণা, উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রম

২৯. বাংলাদেশে কত সালে সর্বপ্রথম সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়? [জ্ঞান]
ক ১৯৫৩ সালে খ ১৯৫৫ সালে
গ ১৯৫৭ সালে ঘ ১৯৫৯ সালে **খ**

৩০. কত সালে USS কর্মসূচি চালু হয়? [জ্ঞান]
ক ১৯৭২ সালে খ ১৯৭৩ সালে
গ ১৯৭৪ সালে ঘ ১৯৭৫ সালে **গ**

৩১. UCDP-এর পূর্ণরূপ কী? [সকল বোর্ড ২০১৫]
ক Urban Community Development Project
খ Urban Christianity Development Project
গ Urban Community Development Programme
ঘ Urban Community District Project **ক**

৩২. গ্রামীণ সমাজসেবা গৃহীত হয় কত সালে? [জ্ঞান]
ক ১৯৭১ সালে খ ১৯৭৩ সালে
গ ১৯৭৪ সালে ঘ ১৯৭৬ সালে **গ**

৩৩. কোনটি গ্রামীণ সমাজসেবার বৈশিষ্ট্য? [জ্ঞান]
ক পরিবারকে উন্নয়নের একক ধরা
খ গ্রামকে উন্নয়নের একক ধরা
গ দলকে উন্নয়নের একক ধরা
ঘ সমষ্টিকে উন্নয়নের একক ধরা **খ**

৩৪. ১৯৭৪ সালে তৎকালীন কতটি থানার মাধ্যমে পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু হয়? [জ্ঞান]
ক ২৩টি খ ২৫টি
গ ২৯টি ঘ ৩৩টি **খ**

৩৫. গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচি হচ্ছে— [জ্ঞান]
ক একমুখী উন্নয়ন প্রক্রিয়া
খ দ্বিমুখী উন্নয়ন প্রক্রিয়া
গ ত্রিমুখী উন্নয়ন প্রক্রিয়া
ঘ বহুমুখী উন্নয়ন প্রক্রিয়া **ঘ**

৩৬. পল্লি সমাজসেবা কার্যক্রমের দ্বিতীয় পর্বে এ কার্যক্রম কতটি উপজেলায় সম্প্রসারণ করা হয়? [জ্ঞান]
ক ১০৩টি খ ১০৫টি
গ ১০৭টি ঘ ১০৯টি **ক**

৩৭. পল্লি সমাজসেবা কার্যক্রমের চতুর্থ পর্ব কয়টি উপজেলায় সম্প্রসারণ করা হয়? [জ্ঞান]
ক ৫১টি খ ৬১টি
গ ৭১টি ঘ ৮১টি **ঘ**

৩৮. 'Social Services in Bangladesh' নামক পুস্তকটি কোন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত হয়? [জ্ঞান]
ক সমাজসেবা অধিদপ্তর
খ মহিলা ও শিশুবিষয়ক অধিদপ্তর
গ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর
ঘ সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর **ক**

৩৯. গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার কেন্দ্রীয় দায়িত্ব কে পালন করেন? [জ্ঞান]
ক একজন উপপরিচালক
খ একজন অতিরিক্ত পরিচালক
গ একজন সমাজসেবা কর্মকর্তা
ঘ একজন সুপারভাইজার **খ**

Teachingbd

৪০. গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রমের প্রশাসনিক কাঠামো কাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে? [জ্ঞান]
ক সুপারভাইজারকে
খ উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তাকে
গ গ্রাম সমাজকর্মীকে
ঘ ইউনিয়ন সমাজকর্মীকে **খ**

৪১. গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রমে সুপারভাইজারের অধীনে কয়জন ইউনিয়ন সমাজকর্মী থাকে? [জ্ঞান]
ক দুইজন খ তিনজন
গ চারজন ঘ পাঁচজন **খ**

৪২. গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যকমে কোন পদ্ধতি প্রয়োজন হয়? [জ্ঞান] *[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*
ক গোষ্ঠী উন্নয়ন পদ্ধতি
খ ব্যক্তি উন্নয়ন পদ্ধতি
গ সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি
ঘ দল উন্নয়ন পদ্ধতি **গ**

৪৩. গ্রামীণ সমাজসেবা কোন ধরনের উন্নয়ন প্রক্রিয়া? [জ্ঞান] *[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ মতিঝিল, ঢাকা]*
ক বহুমুখী খ বৈচিত্র্যপূর্ণ
গ একমুখী ঘ সহযোগিতামূলক **ক**

৪৪. সমষ্টির উন্নয়নে গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রম সম্পাদিত হয়ে থাকে— [অনুধাবন]
i. জনগণের নিজস্ব সম্পদ দ্বারা
ii. সরকারের আর্থিক সহায়তায়
iii. সরকারের কারিগরি সহায়তায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৪৫. গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রমের উদ্দেশ্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত হলো— [অনুধাবন]
i. গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন
ii. গ্রামীণ জনগণের মধ্যে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানো
iii. সেবাদানের পাশাপাশি মুনাফা অর্জন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৪৬. গ্রামীণ সমাজসেবার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো— [অনুধাবন]
i. গ্রামীণ উন্নয়নের একক ধারা
ii. অবহেলিতদের অগ্রাধিকার দান
iii. শহরমুখী প্রবণতা রোধ
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৪৭ ও ৪৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

রূপসা গ্রামে জনগণ নিজেদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করে। গ্রামের জনগণের নিজস্ব সম্পদ এবং সরকারি আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়িত হয়ে থাকে।

৪৭. উদ্দীপকে বাংলাদেশ সরকারের কোন কার্যক্রমের চিত্র ফুটে উঠেছে? [প্রয়োগ]
ক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি
খ গ্রামীণ সমাজসেবা
গ শহর সমাজসেবা
ঘ কিশোর উন্নয়ন কার্যক্রম **খ**

৪৮. উক্ত কার্যক্রমের উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রযোজ্য তথ্য হলো— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. গ্রামীণ সুবিধাবঞ্চিত লোকদের ভাগ্য উন্নয়ন
ii. গ্রামীণ জনগণের মধ্যে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানো
iii. গ্রামীণ জনগণকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

★ গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ

৪৯. গ্রামীণ জনগণের নিজস্ব সম্পদ এবং সরকারি আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালায় কোনটি? [জ্ঞান]
ক শহর সমাজসেবা খ গ্রামীণ সমাজসেবা
গ হাসপাতাল সমাজসেবা
ঘ স্কুল সমাজসেবা **খ**

৫০. সমাজসেবা কর্মসূচির মূল লক্ষ্য কোনটি? [অনুধাবন]
ক গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন করা
খ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক জ্ঞান দান
গ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে পুষ্টিবিষয়ক জ্ঞান দান
ঘ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে স্বাস্থ্য বিষয়ক জ্ঞান দান **ক**

৫১. সমাজসেবা কর্মকর্তা তার কার্যক্রমে কোন কৌশল প্রয়োগ করে থাকেন? [জ্ঞান]
ক সরবরাহ কৌশল খ উদ্বুদ্ধকরণ কৌশল
গ হস্তক্ষেপ কৌশল ঘ প্রভাবিতকরণ কৌশল **গ**

৫২. গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচির মাধ্যমে যেসব বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়ে থাকে— [অনুধাবন]
i. পরিবার পরিকল্পনা
ii. পুষ্টি ও স্বাস্থ্য
iii. প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৫৩. গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে পুনর্গঠনের চেষ্টা করা হয়— [অনুধাবন]
i. আত্মসাহায্যের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি
ii. দায়িত্বশীল নেতৃত্ব
iii. সামাজিক বন্ধন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

★★ শহর সমাজসেবার ধারণা, উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রম, শহর সমাজসেবা কর্মসূচির প্রশাসনিক কাঠামো, শহর সমাজসেবা কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ

৫৪. কত সালে ঢাকার কায়েতটুলিতে পরীক্ষামূলকভাবে শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প চালু করা হয়? [জ্ঞান]
ক ১৯৫৪ সালে খ ১৯৫৫ সালে
গ ১৯৫৬ সালে ঘ ১৯৫৭ সালে **ক**

৫৫. বাংলাদেশে কত সালে শহর সমষ্টি উন্নয়নমূলক কার্যক্রম শুরু হয়? [জ্ঞান]
ক ১৯৫০ সালে খ ১৯৫৫ সালে
গ ১৯৬০ সালে ঘ ১৯৬৫ সালে **খ**

teachingbd

৫৬. শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প পরীক্ষামূলকভাবে কোথায় প্রথম চালু করা হয়? [জ্ঞান]
ক ঢাকার কায়েতটুলিতে
খ গাজীপুরে
গ ঢাকার মোহাম্মদপুরে
ঘ টঙ্গীতে **ক**

৫৭. বাংলাদেশে আধুনিক সমাজকল্যাণের বাস্তব প্রয়োগের সূচনা হয় কীসের মাধ্যমে? [অনুধাবন]
ক গ্রামীণ সমাজসেবার মাধ্যমে
খ শহর সমাজসেবার মাধ্যমে
গ চিকিৎসা সমাজকর্মের মাধ্যমে
ঘ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের মাধ্যমে **খ**

৫৮. শহর এলাকার দরিদ্র জনগণের সকল কার্যক্রমের মধ্যে কোনটি মুখ্য? [জ্ঞান]
ক সামাজিক কার্যক্রম খ সাংস্কৃতিক কার্যক্রম
গ অর্থনৈতিক কার্যক্রম ঘ রাজনৈতিক কার্যক্রম **গ**

৫৯. শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত মাঠকর্মীদের কী বলা হয়? [জ্ঞান]
ক ব্যবস্থাপনা সমাজকর্মী খ প্রশাসনিক সমাজকর্মী
গ শহর সমাজকর্মী ঘ উন্নয়ন সমাজকর্মী **গ**

৬০. জাতীয় পর্যায়ে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালনা করেন কে? [জ্ঞান]
ক উপ-পরিচালক খ সিনিয়র উপ-পরিচালক
গ পরিচালক ঘ সহকারী পরিচালক **খ**

৬১. শহর সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়— [অনুধাবন]
i. শিক্ষা ও ঋণ প্রদানে সহায়তা করার জন্য
ii. মূল্যবোধ সৃষ্টির জন্য
iii. স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সমস্যা সমাধানের জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

৬২. শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের আওতায় দুস্থ ও দরিদ্র লোকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়— [অনুধাবন]
i. বাঁশ ও বেতের কাজের
ii. সাইকেল ও রিকশা মেরামতের
iii. কম্পিউটার ডিপ্লোমার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৬৩. শহর সমাজসেবা কর্মসূচির শিক্ষামূলক কার্যক্রম হলো— [অনুধাবন]
i. বয়স্ক শিক্ষা
ii. ধর্মীয় ও সামাজিক শিক্ষা
iii. মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

★★ কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রম, কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ

৬৪. কত সালে গাজীপুর জেলার টঙ্গীতে কিশোর সংশোধনী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়? [জ্ঞান]
ক ১৯৭৮ সালে খ ১৯৭৯ সালে
গ ১৯৮০ সালে ঘ ১৯৮১ সালে **ক**

৬৫. সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত তিনটি কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রের অনুমোদিত আসন সংখ্যা কতটি? [জ্ঞান]
ক ৩০০টি খ ৪০০টি
গ ৫০০টি ঘ ৬০০টি **গ**

৬৬. চতুর্থ কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রটি কোন জেলায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে? [জ্ঞান]
ক ময়মনসিংহ খ জয়পুরহাট
গ চট্টগ্রাম ঘ কুমিল্লা **খ**

৬৭. কিশোর-কিশোরীর অপরাধের বিচারকাল সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত তাদের কোথায় আটক রাখা হয়? [জ্ঞান]
ক কিশোর আদালতে খ রিমান্ড হোমে
গ সংশোধনী কেন্দ্রে ঘ বাড়িতে **খ**

৬৮. সর্বপ্রথম কিশোর আদালত স্থাপিত হয়— [জ্ঞান] *[সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*
ক সিডনিতে খ ইংল্যান্ডে
গ শিকাগোতে ঘ নিউইয়র্কে **গ**

৬৯. কিশোর আদালতে কয় ধরনের অপরাধীর বিচার করা হয়? [জ্ঞান] *[কদমতলা পূর্ব বাসাবো স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*
ক দুই খ তিন
গ চার ঘ পাঁচ **ক**

৭০. বর্তমানে দেশে কয়টি কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র রয়েছে? [জ্ঞান] *[কদমতলা পূর্ব বাসাবো স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*
ক ৩ খ ৪
গ ৫ ঘ ৬ **গ**

৭১. সমাজসেবা অধিদপ্তর কোন আইনের আলোকে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র পরিচালনা করে? [জ্ঞান] *[সরকারি হরগঙ্গা কলেজ, মুন্সীগঞ্জ]*
ক শিশু আইন ১৯৭৪
খ নারী ও শিশু অপরাধ আইন ১৯৭৩
গ পেনাল কোড ১৯৭৪
ঘ ফৌজদারি আইন ১৯৭৫ **ক**

৭২. কিশোর উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পর্যালোচনা করলে কোনটি পাওয়া যায়? [জ্ঞান] *[সরকারি হরগঙ্গা কলেজ, মুন্সীগঞ্জ]*
ক ভীতি প্রদর্শন
খ শাস্তিই সংশোধনের পথ
গ শাস্তি নয় সংশোধন
ঘ দীর্ঘমেয়াদী শাস্তিই সংশোধন **গ**

৭৩. কোথায় কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়? [জ্ঞান] *[সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ, ঢাকা]*
ক লালবাগে খ কিশোরগঞ্জে
গ টঙ্গীতে ঘ কোনাবাড়িতে **ঘ**

৭৪. পুলিশ রহিম সাহেবের ১২ বছর বয়সী ছেলেকে বিশেষ প্রতিষ্ঠানে পাঠানোর পরামর্শ দেন। কারণ— *[শিক্ষা বোর্ড ২০১৫]*
i. অপরাধপ্রবণ শিশুদের সংশোধনের লক্ষ্যে এটি প্রতিষ্ঠিত
ii. কঠোর শাস্তি এবং নিয়মানুবর্তিতার বিধান আছে
iii. আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে কিশোরদের সংশোধনের ব্যবস্থা আছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

Teachingbd.com

৭৫. কিশোর আদালতের বৈশিষ্ট্য হলো— [অনুধাবন]
i. এতে কোনো শুনানি হয় না
ii. বিচার প্রক্রিয়া হয় ঘরোয়া পরিবেশে
iii. বাদী-বিবাদী ও আইনজীবী থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৭৬. কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের আইনগত ভিত্তি হলো— [অনুধাবন]
i. শিশু আইন– ১৯৭৪
ii. জাতীয় শিশু নীতি iii. শিশু বিধি-১৯৭৬
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

★ বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভিশন ও কার্যক্রম

৭৭. দেশে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য অংশ কোন মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন করে থাকে? [জ্ঞান]
ক সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
খ দুর্যোগ ব্যস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
গ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
ঘ নারী ও শিশু মন্ত্রণালয় **খ**

৭৮. বাংলাদেশে কত সালে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস হয়? [জ্ঞান] /আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ/
ক ১৯৬৫ সালে খ ১৯৭০ সালে
গ ১৯৭৫ সালে ঘ ১৯৮০ সালে **খ**

৭৯. নবজীবন কর্মসূচির আওতায় কতটি সাইক্লোন সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে? [জ্ঞান]
ক ২৫টি খ ২৮টি
গ ৩০টি ঘ ৩২টি **গ**

৮০. জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সভাপতি হলেন— [জ্ঞান] /সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা/
ক রাষ্ট্রপতি খ প্রধানমন্ত্রী
গ দুর্যোগ পুর্নবাসনমন্ত্রী
ঘ উক্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব **খ**

৮১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার Focal Point হলো— [অনুধাবন] /সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা/
ক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো
খ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণবিভাগ
গ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়
ঘ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী **ক**

৮২. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির আওতায় রয়েছে— [অনুধাবন]
i. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি
ii. মানবিক সহায়তা কর্মসূচি
iii. ঝুঁকি হ্রাস প্রকল্প
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৮৩. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা হলো— /সকল বোর্ড ২০১৫/
i. দুর্যোগের আগে প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম
ii. দুর্যোগের সময় প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম
iii. দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৮৪. সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর পরিচালনা করে— [অনুধাবন] /নটর ডেম কলেজ, ঢাকা/
i. Bridge and Culverts
ii. Risk Reduction Programme
iii. Vulnerable Group Feeding
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও iii খ ii ও iii
গ i ও ii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

★★ সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাও সমাজকর্ম পদ্ধতি, ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনার মডেল বিশ্লেষণ

৮৫. প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট কোনো আপদের কারণে জানমালের ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কাকে কী বলে? [জ্ঞান]
ক ঝুঁকি খ আপদ
গ দুর্যোগ ঘ বিপদ **ক**

৮৬. বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয় কেন? [অনুধাবন] /নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা সরকারি কলেজ, নাটোর/
ক সামাজিক বিশৃঙ্খলা দূর করার জন্য
খ রাজনৈতিক অস্থিরতা দূর করার জন্য
গ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য
ঘ দরিদ্রতা দূর করার জন্য **গ**

৮৭. কোনটি মানবসৃষ্ট আপদ? [জ্ঞান] /আলকাশী সরকারি মহিলা কলেজ, ঝালকাঠি/
ক সড়ক দুর্ঘটনা খ পারমাণবিক দুর্ঘটনা
গ ঘূর্ণিঝড় ঘ জলোচ্ছ্বাস **ক**

৮৮. বর্জ্য পদার্থ, গোবর ও উদ্ভিদের পচন থেকে পরিবেশে কোন গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়? [জ্ঞান] /বাংলাদেশ নৌবাহিনী কলেজ, চট্টগ্রাম/
ক কার্বন ডাই-অক্সাইড খ মিথেন
গ ক্লোরোফ্লোরো কার্বন ঘ নাইট্রাস অক্সাইড **খ**

৮৯. ঝুঁকি হ্রাস করার ক্ষেত্রে সমাজকর্মের কোন পদ্ধতি বেশ কার্যকর হতে পারে? [জ্ঞান]
ক সামাজিক গবেষণা খ ব্যক্তি সমাজকর্ম
গ দল সমাজকর্ম ঘ সমষ্টি সমাজকর্ম **ক**

৯০. প্রচণ্ড কালবৈশাখী ঝড়ে ভাওরখোলা গ্রামটি লণ্ডভণ্ড হয়ে গেলেও প্রশাসন নির্বিকার। এক্ষেত্রে নিচের কোন প্রক্রিয়াটির ব্যত্যয় ঘটেছে? [প্রয়োগ] /অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, কুমিল্লা/
ক সাড়াদান খ পূর্বপ্রস্তুতি
গ পর্যবেক্ষণ ঘ পরিকল্পনা প্রণয়ন **ক**

৯১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার নীল নক্শা হিসেবে বিবেচিত নিচের কোনটি? [জ্ঞান] /সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা/
ক COD খ DOS
গ FDS ঘ SOD **ক**

৯২. প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা যায়- [অনুধাবন] /মাহবুব স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা/
i. বনায়নের মাধ্যমে
ii. পরিকল্পিতভাবে বন্যা নিরোধ বাঁধ তৈরি করে
iii. কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৯৩. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি হিসেবে যা অধিক উপযোগী— [অনুধাবন] /বাংলাদেশ নৌ বাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা/
i. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি
ii. মানবিক সহায়তা কর্মসূচি
iii. ঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

Teachingbd.com

৯৪. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা হলো— [অনুধাবন] /বুলিয়ারিয়া সরকারি মহিলা কলেজ, ময়মনসিংহ/
i. দুর্যোগ পূর্ববর্তী পূর্বাভাস
ii. দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস
iii. দুর্যোগ পরবর্তী জরুরি সাড়াদান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৯৫. বাংলাদেশ দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় অবস্থিত। বর্তমানে দুযোগের আগাম বার্তা প্রচারের মাধ্যমে গণমাধ্যম যে ধরনের ভূমিকা পালন করে— [অনুধাবন] /নটর ডেম কলেজ, ঢাকা/
i. সার্বিক দুর্যোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন
ii. দুর্যোগকে খুব সহজে মোকাবিলা
iii. দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii ও iii
গ i ও ii ঘ i ও iii **ঘ**

★★ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রম; জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রমে সমাজকর্মীর ভূমিকা

৯৬. মানবাধিকার শব্দটি বিশ্লেষণ করলে কয়টি গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ পাওয়া যায়? [জ্ঞান]
ক ২টি খ ৩টি
গ ৪টি ঘ ৫টি **ক**

৯৭. সর্বজনীন মানবাধিকারে কতটি নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার রয়েছে? [জ্ঞান]
ক ১৭টি খ ১৮টি
গ ১৯টি ঘ ২০টি **গ**

৯৮. বাংলাদেশের সংবিধানের কত ভাগে মানবাধিকারগুলো সুরক্ষার বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে? [জ্ঞান]
ক দ্বিতীয় ভাগে খ তৃতীয় ভাগে
গ চতুর্থ ভাগে ঘ পঞ্চম ভাগে **খ**

৯৯. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কোন আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? [অনুধাবন] /ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ মতিঝিল, ঢাকা/
ক মদিনা সনদের আদর্শের উপর
খ সর্বজনীন মানবাধিকার-এর উপর
গ জেনেভা কনভেনশনের আদর্শের উপর
ঘ বাংলাদেশের সংবিধানের আদর্শের উপর **খ**

১০০. কোন কাজটি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের এখতিয়ার বহির্ভূত? [অনুধাবন] /বাংলাদেশ নৌবাহিনী কলেজ, চট্টগ্রাম/
ক জেলখানার উন্নয়নে সুপারিশ
খ বিচারিক ক্ষমতার প্রয়োগ
গ বিভিন্ন দিবস উদযাপন
ঘ আইন প্রণয়নে সুপারিশ **খ**

১০১. বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কোন কারণে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়? [জ্ঞান] /সফিউদ্দিন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, টঙ্গী, গাজীপুর/
ক বোকামির খ ক্রোধের
গ গোঁয়ার্তুমির ঘ অজ্ঞতার **ঘ**

১০২. একটি রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব হলো— [অনুধাবন]
i. মানবাধিকার রক্ষা করা
ii. অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সাধন
iii. মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়ন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

১০৩. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ অনুযায়ী কমিশন গঠিত হয়— [অনুধাবন]
i. একজন চেয়ারম্যান নিয়ে
ii. পাঁচজন অবৈতনিক সদস্য নিয়ে
iii. দুইজন সার্বক্ষণিক সদস্য নিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

১০৪. জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের টার্গেট গ্রুপ হলো— [অনুধাবন] /নটর ডেম কলেজ, ঢাকা/
i. নির্যাতিত শ্রেণি ii. দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠী
iii. অ্যাসিডে আক্রান্ত নারী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

১০৫. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন একটি— [অনুধাবন] /নটর ডেম কলেজ, ঢাকা/
i. অলাভজনক প্রতিষ্ঠান
ii. অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান
iii. শান্তি আনয়নমূলক প্রতিষ্ঠান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও iii খ ii ও iii
গ i ও ii ঘ i, ii ও iii **গ**

১০৬. সমঝোতামূলক কার্যক্রমে মানবাধিকার কমিশনের পাশাপাশি একজন সমাজকর্মী ব্যবহার করতে পারেন— [অনুধাবন]
i. ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি
ii. দল সমাজকর্ম পদ্ধতি
iii. সমষ্টি সমাজকর্ম পদ্ধতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১০৭ ও ১০৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
ওয়াহিদার 'ক' নামক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান। তিনি ছাড়াও ঐ প্রতিষ্ঠানে আরো ৬ জন সদস্য রয়েছে। রাষ্ট্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হলেও প্রতিষ্ঠানটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে।

১০৭. উদ্দীপকে ওয়াহিদা কোন প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান? [প্রয়োগ]
ক গ্রামীণ সমাজসেবা
খ কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র
গ শহর সমাজসেবা
ঘ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন **ঘ**

১০৮. উক্ত প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. নতুন নতুন আইন প্রণয়ন ও পরিকল্পনা গ্রহণে সরকারকে সাহায্য করা
ii. সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণ
iii. ক্ষতিগ্রস্তদের আইনি সহায়তা প্রদান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

Teachingbd.xyz